প্রকাশক :
শ্রীবামাপদ বসু
৪৪ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

●

মুদ্রক :
শ্রীতৃপ্তিকুমার মিত্র
ভিনাস্ প্রিণ্টিং ওআর্কস্
৫২-৭ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

# নিবেদন

প্রায় দশ বছর হলো ভাসের তিনখানি নাটক স্বপ্নবাসবদত্তা, মধ্যম-ব্যায়োগ আর প্রতিমা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেম। প্রথম বই দুটি মুদ্রিত ক'রে প্রকাশ করেছি কিন্তু প্রতিমাখানি প্রকাশ করবার আগ্রহ হয়নি। কবি তাঁর নাটকগুলি দিয়ে যে-রত্নহার গেঁথেছেন তার মধ্যমণি হচ্ছে স্বপ্নবাসবদত্তা। সেই মণির দীপ্তপ্রভায় ম্লানজ্যোতিঃ অপর রত্নটির অনাদর হতে পারে এই সংশয় হয়তো আমার মগ্ন-চৈতন্যে বর্তমান ছিল। আরও এক কথা আমার প্রকাশিত ঐ গ্রন্থ দুটি সুধী-সমাজের যে-প্রশংসা পেয়েছিল এটিতে আমি সে-সৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশা করি নি। কাব্যলক্ষ্মীকে এক পরিচ্ছদ হতে অন্য পরিচ্ছদে সাজিয়ে কোনো সজ্জাকরেরই মন পূর্ণ প্রসন্নতায় ভরে না। এও হয়তো আমার পরাঙ্মুখতার অন্যতম কারণ হয়েছিল।

সময়ের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতের পরিবর্তন হয়। সকলের হয়তো হয় না। জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে এসে আমার মতের বদল হয়েছে, তাই এখানি প্রকাশ করছি। দুহাজার বছরেরও আগেকার দিনে লেখা ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলি নানা সদ্‌গুণে অপূর্ব। কিন্তু সংস্কৃত-না-জানা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তারা রয়েছে জবনিকার অন্তরালে অপরিচিত হয়ে। সেই আড়ালের কিছু সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। অল্প হলেও মুখোমুখী এ-আলাপে রসিক সমাজ যদি আনন্দের আস্বাদন পান তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মাঘী পূর্ণিমা
১৯৬০

শ্রীবামাপদ বসু

# স্বীকৃতি

বাংলার আর বাংলার বাইরে ছাপা টীকা-টিপ্পনী-ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিমা-নাটকের যতগুলি সংস্করণের সংগ্রহ করতে পেরেছি তাদের থেকে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি। পৃথক ভাবে সকলগুলির উল্লেখ করার স্থানাভাব হবে। A. C. Woolner ও লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর ইংরেজী অনুবাদ হতে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। পণ্ডিত রামধন শাস্ত্রী অকুণ্ঠ পরিশ্রম ক'রে অনুবাদ কাজে সহায়তা করেছেন আর তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টি দিয়ে মুদ্রণীপত্র সংশোধন ক'রে দিয়েছেন। অন্যবারের তুলনায় এবারে তাঁর পরিশ্রমের পরিমাণ অনেক বেশী হয়েছে। এরই সঙ্গে পণ্ডিত গোপীকৃষ্ণ কাব্যতীর্থের নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। বন্ধুবর শ্রীআশুতোষ বাগচির যত্ন আর আগ্রহের কথা একমুখে প্রকাশ করা যায় না। ছাপার কাজে অন্যবারের মতো শ্রীমান তৃপ্তিকুমারের অশ্রান্ত মনোযোগ উপেক্ষণীয় নয়। অন্য দুখানির মতো এরও আবরণপত্রের নামাঙ্কন আমার ভাগিনেয়-পুত্র শিল্পী শ্রীমান অরুণাভ দত্তের হাতের। কল্যাণীয় দুজনের অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘজীবন কামনা করি। আর অন্য সকলের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ রইলেম।

উৎসর্গ

মাতৃদেবী

আনন্দময়ী

পিতৃদেব

অতুলচন্দ্র

স্মরণে

# অবতরণিকা

## পূর্ব-কথা

এক পুণ্য প্রভাতে আশ্রমে বসে বাল্মীকির মনে কৌতূহল জাগলো পৃথিবীর এই সংখ্যাতীত মানবের মধ্যে যে নানা সদ্‌গুণ দেখতে পাই সেই সমস্ত গুণগুলিই একই আধারে একটি মানুষে থাকা সম্ভব কিনা।

তপোবনে তখন দেবর্ষি নারদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। ত্রিলোকের অনেকের কথাই তিনি জানেন। প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন আপনি যা খুঁজছেন তা পৃথিবীতে দুর্লভ। এ-রকম মানুষের জন্ম সাধারণত হয় না। তবে আমি একজনের কথা জানি যিনি একসঙ্গে বহুবিধ গুণের অধিকারী। আর তিনি বীর, দেবতারাও তাঁকে মান্য করেন। বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কে—কোথায় তাঁর বাসস্থান? নারদ বললেন তাঁর নাম রাম—অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি। এই কথা শুনে বাল্মীকির রামের সম্বন্ধে আরও জানবার ঔৎসুক্য হলো। নারদ তখন রামের জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। সেই অপূর্ব চরিত-কথা শুনে বাল্মীকির জিজ্ঞাসু মনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হলো। নারদ এরপর বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাল্মীকি গেলেন স্নানের জন্যে তমসা নদীর তীরে। সঙ্গে একজন শিষ্য বল্কল আর কলস বহন ক'রে নিয়ে চলেছেন। নদীতীর কর্দমশূন্য, জলে আবিলতা নেই। তিনি সেই তীর্থনীরে স্নান সমাপন ক'রে শুচি হয়ে উঠে এলেন নদীর উপকূলের বিপুল বনরাজির ভিতর। বনে নানা পশু আপন মনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। গাছের ডালে পাতার রঙে রঙ মিলিয়ে কত বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের পাখি। তাদের কলরব-কাকলীতে বনে একটা আনন্দের স্রোতোধারা বয়ে যাচ্ছে। এক সুমহতী শান্তিতে মুনির হৃদয় ভরে উঠলো। অনন্য মনে সেই আনন্দ উপভোগ করছেন তিনি এমন সময়ে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ সঙ্গ-সুখনিরত একটি

ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুরুষ পাখিটিকে তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে হনন ক'রে মাটিতে ফেললে। এই আকস্মিক নিদারুণ বিপৎপাতে ক্রৌঞ্চী আর্তস্বরে বনস্থলী পূর্ণ ক'রে লুটিয়ে পড়লো তার মরণাহত সঙ্গীর পাশে মাটির উপর। এমন একটা করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বাল্মীকির কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এলো ক্রুদ্ধ ভাষায় একটা ভৎর্সনা-বাক্য—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ *

বলবার পরেই মুনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। ভাবলেন এ-কী বললেম আমি—এই অযত্ন-নিঃসৃত ছন্দোময়ী ভাষায়! এ-তো আমি কখনও ভাবিনি। তবে কোথা হতে কেমন ক'রে এ-এলো আমার মনে!

বাল্মীকি ফিরে চললেন তাঁর আশ্রমের অভিমুখে উচ্চারণ করতে করতে সেই অভিনব বাক্যপঙ্‌তিটি—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ—তাঁর সঙ্গে চলেছেন অনলস সেবানিরত শিষ্য ভরদ্বাজ—শিরে বহন ক'রে নিয়ে জলপূর্ণ মৃৎসুরভি ঘটটিকে।

সারাদিন বাল্মীকির মনে আর অন্য চিন্তা নেই। সেই অপূর্ব সুর ধ্বনিত হচ্ছে বারংবার তাঁর অন্তরের অভ্যন্তরে। অপরাহ্ণ বেলায় আশ্রমে এলেন লোকপিতামহ ব্রহ্মা। বাল্মীকি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে বসবার আসন দিলেন—অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। তারপর নিজের সেই অভূতপূর্ব অনুভূতির কথা বললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি যা বলেছিলেম তার অর্থ কী?—এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে আমি কী নাম দেবো? ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, মর্মে অকস্মাৎ তীব্র আঘাতের ব্যথায় তোমার কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হয়েছিল যে মনের ভাব তাকে

---

* মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্॥
ওরে নিষাদ তুই কোনো দিনই প্রশংসা পাবি না। তুই বধ করেছিস্ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে যখন সে কামসুখভোগে মত্ত ছিল।

শ্লোক এই নাম দাও। তোমার শোকই শ্লোক রূপ নিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল সে সময়ে। আর তা হয়েছিল আমারই ইচ্ছাপরবশে। তুমি ঐ মনোহর ছন্দে সেই লোকোত্তর পুরুষ রামের জীবনেতিহাস বর্ণনা ক'রে গ্রন্থ রচনা কর।

এই আদেশবাণীর উত্তরে বাল্মীকি বললেন প্রভু, আমি-তো রামের সকল বৃত্তান্ত জানিনা। কী ক'রে এ-গ্রন্থ লিখব। তাতে ব্রহ্মা বললেন, তুমি যা শুনেছ, তুমি যা জানো তাই লেখো। আর যা শোননি, যা জানোনা তাও তোমার মনে আপনা হতে প্রতিভাত হবে। তুমি যা রচনা করবে সে সমস্তই সত্য হবে—তার একটি বাক্যও মিথ্যা হবে না। শুধু তাই নয়—

যতদিন পৃথিবীতে পর্বতরাজি বিরাজিত থাকবে
যতদিন এই ধরণীতে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হবে
ততদিন সেই রামায়ণ কথা
মানব সমাজমাঝে প্রচারিত হতে থাকবে। *

ব্রহ্মা চলে গেলেন। মুনি বাল্মীকি চব্বিশ হাজার শ্লোকে সাতকাণ্ডে মহাকাব্য রামচরিতকথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা ক'রে পুঁথি লিখলেন। সে কতদিন আগেকার কথা তা কেউ জানে না। তারপর ঐ রামায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কাব্যে নাটকে, গল্পে গাথায়, সঙ্গীতে চিত্রে, নয়নাভিরাম অপরূপ ভাস্কর্যে রামের কাহিনী কত-যে রচিত হয়েছে, আর হচ্ছে তার আর সংখ্যা নেই। অনাগত কালের লেখক লেখিকারা আরও-যে লিখবেন তারও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্মুখের অমোঘ বাক্য মিথ্যা হবে না।

---

* যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
বাল্মীকি রামায়ণ। বালকাণ্ড, ২য় সর্গ

## প্রতিমা-নাটক কথা

কবে কোন মঙ্গলময় মুহূর্তে রামায়ণ লেখা আরম্ভ হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। এই মহাকাব্য রচনায় কতদিন, কত বৎসর সময় লেগেছিল তাও আমরা জানি না। সংস্কৃত ভাষায় লেখা এর আগেকার কোনো কাব্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তাই রামায়ণ আদিকাব্য আর তার রচয়িতা, মুনি বাল্মীকি আদিকবি। এর পর রামায়ণ অনুসরণ ক'রে ভাসের লেখা দুখানি নাটক পাওয়া গেছে। একখানির নাম অভিষেক, আর অন্যখানি এই প্রতিমা-নাটক। এ দুটির আনুমানিক রচনাকাল হচ্ছে এখন হতে প্রায় দুহাজার বছর আগেকার সময়ে। রামায়ণের রচনা আর ভাসের রচনার মাঝের ব্যবধান-যে কতদিনের তার নির্ণয় হয়নি। ভাসের নাটকের আগে লেখা কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তাই ভাসই ভারতের নাটকের আদিম আচার্য।

ভাস, প্রতিমা-নাটকের আখ্যানভাগ নিয়েছেন বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যা আর আরণ্যকাণ্ড থেকে। নাটকটি সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ অঙ্ক আংশিক ভাবে আর তৃতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণরূপে ভাসের কবিমানস-প্রসূত। খনির অন্ধকার গহ্বর থেকে তোলা একটা হীরক-পিণ্ডকে নিপুণ কারুশিল্পী কেটে ছেঁটে পালিশ তুলে যেমন একটি অপূর্ব সুষমাময় সৌন্দর্যবস্তুতে পরিবর্তিত করে, দুহাজার বছরেরও আগে, যখন নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিয়ম অপরিণত, সেই যুগের আদি নাট্যকার সহজ সরল ভাষায় এই যে অনবদ্য বর্ণাঢ্য চিত্রটি এঁকেছেন এ কম বিস্ময়ের কথা নয়।

বাল্মীকির রচনা থেকে নেওয়া হলেও ভাস তাঁর নাটকে দশরথের পুত্রদের জন্ম-পরম্পরার কিছু পরিবর্তন করেছেন। বাল্মীকির রাম দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। ভরত দ্বিতীয়। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দুই ভাইয়ের জন্ম এঁদের পরে। ভাসের লক্ষ্মণ ভরতের অগ্রজ। আর দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী মাতুলালয়ে বাসের জন্য ভ্রাতাদের, আর ভ্রাতৃবধূ সীতার মুখ ভরতের কাছে সম্পূর্ণ

অপরিচিত। এ ছাড়া রামকে মায়ামৃগ ধরবার প্ররোচনা দিয়েছে তপস্বীবেশী রাবণ। জটায়ুর মৃত্যু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের পরেই। যা নিয়ে এই নাটকখানির নামকরণ হয়েছে, ভাস সেই প্রতিমা-গৃহ দেখিয়েছেন ভরতকে। আর সবার চেয়ে বড়ো কথা কৈকেয়ীকে সপত্নীপুত্র-বিদ্বেষের কলঙ্ক-কালিমা থেকে মুক্ত ক'রে উন্নত গৌরবে স্থাপিত করেছেন সর্বলোক-সম্মুখে। রসপুষ্টির জন্য এ-সকল ব্যতিক্রম অপরিহার্য হয়েছিল। এ-রকম ব্যবহার পরবর্তী কবিরাও ক'রে গেছেন। কাব্য-রচনা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, আর কবিরাও নিরঙ্কুশ।

## কবি-কথা

কালিদাস, বাণভট্ট, পীযূষবর্ষ-জয়দেব প্রভৃতি কবির গ্রন্থে ভাসের সসম্মান উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা কোনো বইয়ের সন্ধান অনেকদিন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পুরানো পুঁথির খোঁজে বেরিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯—১০ খ্রীস্টাব্দে একটি মঠে দৈবক্রমে একখানি তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিতে মলয়ালম্ অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এগারটি চমৎকার নাটক লেখা ছিল। তারপর তিনি অন্য জায়গা থেকে আরও দুখানি পুঁথি পেয়েছিলেন। এদের কোনটিতেই রচয়িতার নাম ছিল না। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করেন এগুলি সবই সেই বহুদিনের হারানো-কবি ভাসের রচনা। প্রতিমা-নাটক তাদেরই অন্যতম। বাকি বারোখানির নাম স্বপ্নবাসবদত্তা, বালচরিত, দূত-ঘটোৎকচ, দূতবাক্য, কর্ণভার, পঞ্চরাত্র, মধ্যম-ব্যায়োগ, ঊরুভঙ্গ, অভিষেক, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক আর চারুদত্ত। শেষের খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি।

ভাসের জীবনেতিহাস অজ্ঞাত। তবে তাঁর আবির্ভাবকাল প্রায় দুহাজার বছর আগে ব'লে অনেকে অনুমান করেন।

## নাট্য-কথা

ভারতীয়েরা কাব্যকে চিরদিন পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। তাদের কাছে কাব্য পঞ্চম বেদ। কাব্য-রসাস্বাদন ব্রহ্ম-রসাস্বাদনের অনুরূপ। দৃশ্যকাব্যের অভিনয়-যে দুহাজার, আড়াই হাজার বছর আগেও হতো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ভাসের এই নাটকগুলি। তবে রঙ্গমঞ্চ বলতে আজকাল যা বোঝায় তখনকার দিনে সম্ভবত সে-রকম কিছু ছিল না। অভিনয় হতো যাত্রার আসরের মতো একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। একটা নাট্যমণ্ডপ হয়তো থাকত। দৃশ্যপট থাকত না। সেই জন্যে দেখা যায় অভিনয়ের আর-আর বাক্তব্যের সঙ্গে এমন-সব কথা পাত্রপাত্রীদের মুখে দেওয়া আছে যাতে প্রসঙ্গানুকূল দৃশ্যটিও দর্শকদের মনে জেগে ওঠে। অভিনয়-নৈপুণ্যে তাঁদের মনে যে-ভাবের উদয় হতো ঐ সকল কথায় তারই সঙ্গে গড়ে উঠত অজানিত ভাবে সেই স্থানের ভাব-চিত্রটিও। এ সকল বোঝাবার জন্যে হাতে আঁকা দৃশ্যপটের কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, অভাবও বোধ হতো না।

নাটকের মধ্যে মাঝে মাঝে পাত্র-পাত্রীদের পরিক্রমণের নির্দেশ দেওয়া আছে। পরিক্রমণের অর্থ পায়চারী ক'রে ঘুরে বেড়ানো। অভিনয়ের মাঝে নাট্যকারের নির্দেশ মতো অভিনেতারা রঙ্গভূমির ভিতরে দু-এক চক্র ঘুরে বেড়াতেন। এ-থেকে দর্শকরা বুঝতেন, যে জায়গায় অভিনেতারা ছিলেন, সে-স্থান হতে তাঁরা অন্য জায়গায় চলে এলেন। অর্থাৎ এক দৃশ্য হতে দৃশ্যান্তরের অবতারণা হলো।

সম্মুখের আবরণ, আজকাল যাকে যবনিকা বলা হয়, সংস্কৃত নাটকে তা ছিল না। আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে নট-নটীদের মুখে বিশেষ ধারায় বর্ণিত একটি কাহিনীই হচ্ছে নাটক। সে কাহিনীর কোথাও ছেদ নেই—অখণ্ড তার রসস্রোত। তাকে দর্শনেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করার জন্যে দর্শকদের রসপিপাসু মন সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। অঙ্কের শেষে একটা রূঢ় আবরণ এলে সেই রসধারা খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা

বিরক্তি আসে। সুন্দর শোভন অভিনয়ের মাঝে যবনিকা রসগ্রহণের অন্তরায়। তাই অঙ্কের শেষে আচ্ছাদন দিয়ে মাঝে মাঝে আবৃত করা হতো না। রঙ্গভূমি শূন্য ক'রে সমস্ত নটনটীরা চলে গেলে অঙ্ক শেষ হয়েছে বোঝাতো। তাদের পুনরায় প্রবেশ নিয়ে নূতন অঙ্কের সূচনা হতো। যবনিকা বলা হতো, রঙ্গভূমির পিছনের দিকে ঝোলানো একটা পর্দাকে। এর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অভিনেতারা অভিনয় করতেন। যবনিকা, নাটকের মূল রসধারার উপযোগী রঙে রঞ্জিত থাকত। প্রাকৃত ভাষায় এর বর্ণ-বিন্যাস ছিল—জ ব নি কা। অন্য আর একটি নাম তিরস্করণী।

অভিনয় পরিচালনা করতেন প্রধান নট। ইনি নাটকের সূত্রধার। রঙ্গাভিনয়ের কিছু আগে ইনি নটনটীদের নিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যের সঙ্গে একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান করতেন। তার উদ্দেশ্য দেবতাদের আনন্দিত ক'রে নির্বিঘ্নে অভিনয় সমাপ্তির আশীর্বাদ লাভ করা। এর নাম নান্দী। ভাসের সময়ে নান্দী হতো রঙ্গভূমির বাহিরে, দর্শকদের দৃষ্টির অগোচরে। নান্দী শেষ করবার পরেই সূত্রধার রঙ্গভূমিতে এসে মঙ্গলশ্লোক উচ্চারণ ক'রে দর্শকদের শুভ কামনা করতেন। পরে সংলাপ-সঙ্গিনী একজন নটীর সঙ্গে বা সহকারী নটের সঙ্গে কথোপকথনে, কখনও বা একাকীই অভিনেয় বিষয়ের একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিতেন। কলাকুশলী নাট্যাচার্য এই প্রস্তাবনায় বাক্যের জাল বুনে দর্শকদের মনকে বাস্তব জগৎ থেকে ধীরে ধীরে কল্পনার একটা মায়ারাজ্যে টেনে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি রঙ্গভূমি হতে বেরিয়ে চলে যেতেন আর তার সঙ্গে—তাঁরই শেষ কথার সূত্র ধ'রে প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হতো।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলে কোনো নট আবার আর একটি শ্লোক উচ্চারণ ক'রে, দেশের দেশপালের আর দর্শকদের মঙ্গল কামনা করতেন। এই শেষ শ্লোকের নাম ভরতবাক্য। ভরতবাক্য উচ্চারণেই নাটকের সমাপ্তি।

# প্রতিমা-নাটক

●

# পাত্র ও পাত্রীগণ

[ প্রবেশানুক্রমে ]

| | |
|---|---|
| সূত্রধার | নাট্য-পরিচালক। |
| নটী | সূত্রধার-পত্নী। নাট্য-পরিচালনে সহচরী। |
| প্রতিহারিণী | রাজভবনের দ্বাররক্ষিকা। |
| কাঞ্চুকীয় | কঞ্চুকী। অন্তঃপুররক্ষী গুণগণান্বিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। |
| অবদাতিকা | সীতার সখী। |
| সীতা | মিথিলাধিপতি জনক রাজার কন্যা। রামের পত্নী। |
| চেটী | পরিচারিকা। |
| রাম | অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। কৌসল্যা-গর্ভজাত। |
| লক্ষ্মণ | দশরথের অন্যতম পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। |
| রাজা | অযোধ্যাধিপতি দশরথ। অজরাজার পুত্র। |
| কৌসল্যা | দশরথের প্রধানা মহিষী। রামের জননী। |
| সুমিত্রা | দশরথের অন্যতমা রাজ্ঞী। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী। |
| সুমন্ত্র | দশরথের মন্ত্রী ও সারথি। |
| সুধাকার | ভিত্তিগাত্রে চূণের প্রলেপ প্রদানকারী শিল্পী। |
| ভট | রাজকর্ম্মচারী। |
| ভরত | দশরথের অন্যতম পুত্র। কৈকেয়ী-গর্ভজাত। |
| সূত | রথ-চালক। |
| দেবকুলিক | প্রতিমাগৃহ রক্ষনাবেক্ষণকারী রাজকর্ম্মচারী। |
| কৈকেয়ী | দশরথের অন্যতমা রাজ্ঞী। ভরতের জননী। |
| বিজয়া, নন্দিনিকা | কৈকেয়ীর পরিচারিকাদ্বয়। |
| রাবণ | লঙ্কেশ্বর রাক্ষস। |
| নন্দিলক | তাপসদিগের পরিচারক। |
| | তাপসী, বৃদ্ধ তাপসদ্বয়। |

স্থান : প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও ষষ্ঠ অঙ্ক অযোধ্যা।

চতুর্থ অঙ্ক চিত্রকূট পর্বত-সন্নিহিত কুটির।

পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চবটী বন—গোদাবরী-তীর।

॥ শ্রী ॥

# প্রতিমা-নাটক

## প্রথম অঙ্ক

[ নান্দী সমাপ্ত করবার পরেই সূত্রধার প্রবেশ করলেন ]

সূত্রধার ।—

সীতাভবঃ পাতু সুমন্ত্রতুষ্টঃ
সুগ্রীবরামঃ সহলক্ষ্মণশ্চ ।
যো রাবণার্যপ্রতিমশ্চ দেব্যা
বিভীষণাত্মা ভরতোঽনুসর্গম্ ॥

সীতার একান্ত যিনি মঙ্গল-নিলয়,
অরাতিগণের কাছে যিনি বিভীষণ
সু-মন্ত্র লভিয়া তুষ্ট যাঁহার হৃদয়
ত্রিভুবন যেই জন করেন পোষণ—
সু-গ্রীব লক্ষ্মণ-সাথী অপ্রতিম অরি যিনি
রাজা রাবণের
সেই রাম সীতাসহ জন্মে জন্মে রক্ষাকারী
হোন সকলের ।

[ নেপথ্যের দিকে অবলোকন ক'রে ]

আর্যে এখানে একবার এসো-তো।

নটী।—[ প্রবেশ ক'রে ]

আর্য এই-যে এসেছি।

সূত্রধার।—আর্যে শরৎ ঋতু সমাগত হয়েছে। একে অবলম্বন ক'রে একটি সঙ্গীত শোনাও-না আমাকে।

নটী।—আচ্ছা শোনাচ্ছি। [ গাইবার উদ্যোগ করলেন ]

সূত্রধার।—দেখো এই সময়েই—

হংসবধূ অঙ্গে যেন কাশ-শুভ্র বাস
ঘোরে ফেরে পুলিনেতে সুসন্তুষ্ট মনে—

[ নেপথ্যে ]

আর্য আর্য—

[ শ্রবণ ক'রে ]

হাঁ্যা—হ্যাঁ—বুঝেছি—
দুয়ার-রক্ষিণী যেন,—হৃদয়ে উল্লাস
রাজ-ভবনেতে চলে দ্রুত চরণে॥

[ দুজনে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ স্থাপনা ॥

প্রতিহারিণী।—[ প্রবেশ ক'রে ]

আর্য, কাঞ্চুকীয়দের কে এখানে উপস্থিত আছেন ?

কাঞ্চুকীয়।— [ প্রবেশ ক'রে ]

মাননীয়ে আমি রয়েছি।

কী করতে হবে ?

প্রতিহারিণী।—

আর্য, দেবাসুর-সংগ্রামে অপ্রতিহত মহারথ মহারাজ দশরথ আজ্ঞা দিচ্ছেন—কুমার রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য রাজ-প্রভাব প্রকাশ পায় এরূপ দ্রব্যসম্ভার সত্বর আনয়ন করা হোক।

কাঞ্চুকীয়।—

মাননীয়ে, মহারাজ যা-যা আনবার আদেশ দিয়েছেন সে-সমস্তই এনে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই-যে দেখুন-না—

আনিয়াছি আমি চামরের সনে শ্বেত মনোহর ছত্র।
আনন্দ-ধ্বনি-পটহ এনেছি—রচেছি আসন ভদ্র।
হেমময় ঘট বসায়েছি ক'টি সাজায়ে কুসুমে দর্ভে
তীর্থসলিল পূর্ণ করিয়া দিয়াছি তাদের গর্ভে।
পুষ্যরথের করেছি সজ্জা। এসেছে মন্ত্রিগণ
পুণ্যতিথিরে দিয়া মর্যাদা সহিত পৌরজন।
শুভানুধ্যায়ী সকল কর্মে বসিষ্ঠ ভগবান
এসেছেন হোথা—হয়েছে তাঁহার বেদীতে অধিষ্ঠান।

প্রতিহারিণী ।—

এই সমস্ত করেছেন আপনি—তবে তো বেশ ভালই হয়েছে। সুন্দর হয়েছে।

কাঞ্চুকীয় ।— কী আনন্দ—কী আনন্দ

ভূমিপাল দশরথ ধন্য করিলেন এবে
প্রজাগণে তাঁর
সিঞ্চি অভিষেক-বারি—দিয়া রাজ্যভার
এ-ধরার শশাঙ্কেরে—রাম নাম যাঁর।

প্রতিহারিণী ।—

আর্য, এখন তা-হলে আপনি আর বিলম্ব করবেন না। ত্বরায় আপনার কাজে যান।

কাঞ্চুকায় ।—

আজ্ঞে হ্যাঁ—এই-যে আমি এখনই যাচ্ছি।

[ নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

প্রতিহারিণী ।—

[ পরিক্রমণ ক'রে—দেখে ]

আর্য সম্ভবক, আর্য সম্ভবক, আপনি যান। আপনিও মহারাজের আদেশ জানিয়ে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত পুরোহিত ঠাকুরকে ত্বরান্বিত করুন-গে।

[ অন্য দিকে গমন ক'রে ]

সারসিকা—ও সারসিকা, তুই ভাই সঙ্গীতশালায় যা-না একবার।

সেখানে গিয়ে সব নটেদের ব'লে আয়-না যে অভিষেক সময়ের উপযোগী একটী নাটকের প্রয়োগ-ব্যবস্থা যেন তাঁরা করেন। ইতিমধ্যে আমিও মহারাজের কাছে গিয়ে নিবেদন করিগে যে তাঁর আদেশ মত সমস্তই সম্পন্ন ক'রে এসেছি।

[ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

[ তারপর বল্কল হাতে নিয়ে প্রবেশ করলে অবদাতিকা ]

অবদাতিকা।—উঃ কী বিষম বিপদেই-না পড়লুম আমি। শুধু কৌতুক করবার জন্যেই এই বল্কলটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি—তাতেই এতো ভয়! না-জানি যারা লোভে প'ড়ে পরের ধন অপহরণ করে তাদের কী অবস্থাটাই হয়!

নাঃ—একটু হাসবার ইচ্ছে করছে-যে। কিন্তু থাক্, একা-একা হেসে আর কী হবে।

[ তারপর পরিজনগণের সঙ্গে সীতা প্রবেশ করলেন ]

সীতা।—ওরে, অবদাতিকার ভাব-ভঙ্গীটা যেন চোরের মতন চন্‌মনে দেখাচ্ছে—কী হয়েছে বল্‌ তো?

চেটী।—ভট্টিনী, পরিজনদের-তো কথায়-কথায় অপরাধ হয়। কিংবা ও হয়তো করেছে একটা কিছু অপরাধের কাজ।

সীতা।—না-না, মনে হচ্ছে যেন একটা রঙ্গ-পরিহাসের ইচ্ছে হয়েছে ওর।

অবদাতিকা।—[ অগ্রসর হয়ে এসে ]

ভট্টিনীর জয় হোক। ভট্টিনী, আমি কিছু অপরাধ করিনি। সত্যই বলছি।

সীতা।—কে তোকে জিজ্ঞাসা করছে করিছিস কী-না।
ওটা কী-রে অবদাতিকা—ঐ তোর বাঁ হাতে?

অবদাতিকা।—এটা? —এটা একটা বল্কল।

সীতা।—বল্কল! বল্কল আন্‌লি কী জন্যে?

অবদাতিকা।—ভট্টিনী শুনুন। নেপথ্যপালিনী আর্যা রেবার কাছে রঙ্গশালার সমাপ্ত-প্রয়োজন অশোক কিসলয়গুলির একটী আমরা চেয়েছিলেম। তিনি তা দেন নি। সেই অপরাধের যোগ্য শাস্তি—এইটে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সীতা।—অন্যায় করেছিস। যা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

অবদাতিকা।—দেখুন, শুধু কৌতুক করবার জন্যেই এটা এনেছি।

সীতা।—উন্মত্তিকে, এই ক'রেই পাপের বোঝা বাড়ে।—যা-যা ফিরত দিয়ে আয়—ফিরত দিয়ে আয়।

অবদাতিকা।—যে-আজ্ঞা ভট্টিনী। [ যাবার জন্যে অগ্রসর হলো ]

সীতা।—ওরে, একবার এদিকে আয়-তো।

অবদাতিকা।—এই-যে এসেছি।

সীতা।—দেখ্‌—ওটা পর্‌লে আমাকেও-কি মানাবে?

অবদাতিকা।—ভট্টিনী, সুরূপার শ্রীঅঙ্গে সকলই শোভনীয় হয়—পরুন-না আপনি।

সীতা।—আচ্ছা তবে আন্-তো। [ হাতে নিয়ে পরিধান ক'রে ] দেখ্-তো আমাকে মানাচ্ছে কী-না।

অবদাতিকা।—আপনাকে আবার মানাচ্ছে কী-না!—বল্কলটা যেন সোনার হয়ে গেল।

সীতা।—হ্যাঁরে, তুই-তো কিছু বলছিস না।

চেটী।—কথায় বলবার-তো কিছু আবশ্যক নেই—আমার এই আনন্দ-রোমাঞ্চই জানিয়ে দিচ্ছে।

[ রোমাঞ্চ প্রদর্শন করলে ]

সীতা।—ওরে, একটা আরশি আন্-তো।

চেটী।—যে-আজ্ঞা ভট্টিনী [ নিষ্ক্রান্ত হয়ে পুনরায় প্রবেশ ক'রে ] এই নিন্ আরশি।

সীতা।—[ চেটীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে ]

আচ্ছা থাক্—আরশি এখন থাক্। কী-রে?—কী একটা কথা যেন তুই বলতে চাইছিস্।

চেটী।—ভট্টিনী, হ্যাঁ তাই।—আমি শুনলুম কঞ্চুকী আর্য বালাকী বলছেন—অভিষেক—অভিষেক এই কথা।

সীতা।—কোনো সামন্ত রাজার হয়তো অভিষেক হবে।

[ অপর একজন চেটী প্রবেশ করলে ]

চেটী।—ভট্টিনী, সুসংবাদ—সুসংবাদ এনেছি।

সীতা।—কোথা থেকে কী কথা শুনে বলতে এসেছিস।

চেটী।—শুনলুম কুমারের অভিষেক হচ্ছে-যে।

সীতা।—পিতার কুশল তো?

চেটী।—মহারাজই অভিষেক করছেন।

সীতা।—তা-হলে আরও একটা সুসংবাদ শুনলেম।
তোর কোলের আঁচলটা বেশ প্রসারিত ক'রে পাত।

চেটী।-এই-যে পেতেছি। [ চেটী আঁচল পাতলে ]

[ সীতা নিজের অঙ্গ হতে সমস্ত অলংকার খুলে তাতে দিলেন ]

চেটী।—ভট্টিনী, ঐ-যে—যেন পটহ শব্দের মতন—।

সীতা।—হ্যাঁ—তাই-ই বটে।

চেটী।—দুমাদ্দুম ক'রে একবার বাজিয়েই হঠাৎ থামিয়ে দিলে-যে।

সীতা।—কী বিঘ্ন ঘটতে পারে অভিষেকের? রাজপুরীতে আবার নানাবিধ ব্যাপারই-তো হয়ে থাকে।

চেটী।—ভট্টিনী, আমি এই রকম শুনলুম—কুমারের অভিষেক শেষ করে দিয়েই মহারাজ বানপ্রস্থ নেবেন।

সীতা।—তা যদি হয় তবে সে আর অভিষেকের জল নয়—তাই দিয়েই আমাদের চোখের জল ধোয়াতে হবে।

[ তারপরে রাম প্রবেশ করলেন ]

রাম।—বেশ হলো—

পটহের ঘোষণায় হলে উৎসবের
উপক্রম। পূজ্যগণ আপন আপন
স্থান করিলে গ্রহণ—আমি উঠিলাম
ভদ্রাসনের উপরে। স্কন্ধসম উচ্চে
উঠাইল ঘটগুলা। তাহাদিগে করি
নতমুখ বারি যবে হইবে সিঞ্চিত
এ-হেন সময়ে রাজা আহ্বান করিয়া
আজ্ঞা করিলেন মোরে যেতে অন্যস্থানে।
সমবেত জনসঙ্ঘ হইল বিস্মিত
হেরি মোর ধৈর্যগুণ। বলো দেখি সবে
পুত্র যদি মান্য করে পিতার আদেশ
বিস্ময়ের কথা আর কিবা আছে তায়?

বৎস, এই অভিষেক-মঙ্গল এখন স্থগিত থাকুক—এই ব'লে মহারাজ স্বয়ং আমাকে অন্যস্থানে সরাইয়া দেওয়াতে অপনীতভার আমার মন যেন আনন্দোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কী সৌভাগ্য

আমার—আমি যে-রাম সেই রামই রইলেম আর মহারাজ মহারাজই রইলেন।

যাক্ এখন একবার মৈথিলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

অবদাতিকা।—ভট্টিনী কুমার আসছেন-যে। বল্কলটা-তো খোলা হলো না।

রাম।—মৈথিলী, কী হচ্ছে এখানে বসে?

সীতা।—ওমা তাইতো—আর্যপুত্র-যে!
আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাম।—মৈথিলী, বসো। [ স্বয়ং উপবেশন করলেন ]

সীতা।—যে-আজ্ঞা—আর্যপুত্র। [ উপবেশন করলেন ]

অবদাতিকা।—ভট্টিনী, কুমারের সেই সাধারণ পরিচ্ছদই পরা রয়েছে-তো। ও-সব তবে বুঝি মিথ্যে কথা।

সীতা।—না-না ওঁদের মতন লোক কখনও মিথ্যা বলেন না। রাজপুরীতে নানাবিধ ঘটনা ঘটে থাকে।

রাম।—মৈথিলী, কী-সব বলা-বলি হচ্ছে তোমাদের?

সীতা।—না, এমন কিছু নয়। এই কন্যা বলছিল—কার বুঝি অভিষেক হবে—এইরকম কী একটা কথা।

রাম।—তোমাদের কৌতুহল বুঝেছি। হঁ্যা অভিষেকই বটে। শোনো—আজ মহারাজ, উপাধ্যায় অমাত্যসকল আর সুহৃদগণকে—এককথায়—যেন সমস্ত কোশলদেশকেই সংক্ষিপ্ত ক'রে এনে, আমাকে আমার বাল্যকালে যেমন কোলে নিতেন তেমনি কোলে বসিয়ে আমার মাতৃগোত্র উল্লেখ ক'রে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন—বৎস রাম এই রাজ্যভার গ্রহণ কর।

সীতা।—তাতে তখন আর্যপুত্র কী বলেছিলেন ?

রাম।—বলতো মৈথিলী—কী মনে হয় তোমার—আমি কী বলেছিলেম ?

সীতা।—মনে হয় আর্যপুত্র কোনো কথাই না-ব'লে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মহারাজের পাদমূলে পড়েছিলেন।

রাম।—ঠিক অনুমান করেছ। তুল্য-মনোভাব জায়াপতি অল্পই সৃজিত হয়ে থাকে। সত্যই আমি তখন পিতার পা-দুখানিতে লুটিয়ে পড়েছিলেম।

উর্ধ্বে ঝরে তাঁর অশ্রু শিরোপরে মোর
নিম্নে তাঁর পাদপদ্মে মোর আঁখি লোর
সমভাবে ঝরি ভিজে মস্তক আমার
আর সে পরমপূজ্য পা-দুখানি তাঁর।

সীতা।—তারপর—তারপর কী হলো ?

রাম।—তাঁর অনুনয়েও আমি রাজ্যভার গ্রহণে অনিচ্ছা জানাতে জরাদুষ্ট

সীতা।—উৎসৃষ্টাভিষেক-আর্যপুত্রের বল্কল পরা যেন অমঙ্গল ব'লে আমার মনে হয়।

রাম।— নিজ হতে মনোব্যথা কোরো না সৃজন—
বিশেষত করো যবে হাস্য-পরিহাস।
অর্ধাঙ্গী আমার তুমি—তাহারে যখন
পরায়েছ পূর্ব হতে বল্কলের বাস।

[ নেপথ্যে ]

হা মহারাজ—হা মহারাজ।

সীতা।—আর্যপুত্র, কী ও?

রাম।—[শ্রবণ ক'রে ]
নারী ও পুরুষ-কণ্ঠে একত্র মিলিয়া
তুলিতেছে যবে এই রোদনের ধ্বনি
লঙ্ঘি সীমা তাহাদের। সুব্যক্ত তখন
আঘাত করিয়া মূলে নিয়তি জানায়—
সে-ই প্রভু--অব্যাহত সামর্থ্য তাহার।

ত্বরায় জেনে এসো কীসের জন্য এই ক্রন্দন-কোলাহল।

কাঞ্চুকীয়।— [ প্রবেশ ক'রে ]
পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন কুমার।

রাম।—আর্য, কাকে পরিত্রাণ করতে হবে?

কাঞ্চুকীয়।—মহারাজকে।

রাম।—মহারাজকে?—বলুন-না কেন—এক শরীরে-সংক্ষিপ্ত সমগ্র পৃথিবীকে পরিত্রাণ করতে হবে।

কোথা হ'তে এ-বিপদ উৎপন্ন হলো?

কাঞ্চুকীয়।—স্বজন - আত্মীয় হতে।

রাম।—তাই নাকি?—আত্মীয় হতে! তবে-তো তার আর কোনো প্রতিকার নাই।

শত্রু করে শরীরের উপরে প্রহার
ভেদ করে মর্মস্থান আপন স্বজন।
আত্মীয়ের পরিচয় সহিত কাহার
ঘোর লজ্জা মনে মোর করিবে সৃজন?

কাঞ্চুকীয়।—মাননীয়া মহিষী কৈকেয়ীর সহিত।

রাম।—কী, মাতার সহিত? তবে-তো এর ভাবী পরিণাম মঙ্গলময় হবে।

কাঞ্চুকীয়।—কী প্রকারে কুমার?

রাম।—শুনুন—

আমি পুত্রে পুত্রবতী যিনি
স্বামী যেন ইন্দ্র দেবরাজ—
কোন ফলে স্পৃহাবতী তিনি
করিবেন যাহাতে অ-কাজ?

কাঞ্চুকীয়।- কুমার, আপনার সরল মন দিয়ে স্বভাব-কুটিল নারী-চরিত্রের বিচার করবেন না—তাঁরই প্ররোচনায় আপনার অভিষেক বন্ধ হয়েছে।

রাম।—আর্য, এখানেও গুণ-সমুচ্চয়ই দেখছি।

কাঞ্চুকীয়।—কী-রূপ?

রাম।— শুনুন—

রাজার নিবৃত্তি হলো বনগমনের।
পিতার অধীন হয়ে রহিলাম আমি।
অক্ষুণ্ণ রহিল মোর পূর্ব বাল্যভাব।
যোগ্যতা-বিতর্কে এক নব নৃপতির
রহিল নিঃশঙ্ক হয়ে প্রজাবৃন্দ সবে।
আর- ভ্রাতৃগণ অ-বঞ্চিত ভোগসুখ-লাভে।

কাঞ্চুকীয়।—আর অনাহূতা হয়ে এসে তিনি-যে বলেছিলেন ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন—এও-কি লোভশূন্যতা?

রাম।- আর্য, আমার প্রতি পক্ষপাতিত্বেই এর প্রকৃত অর্থে আপনার দৃষ্টি পড়েনি। দেখুন—

প্রতিশ্রুত রাজ্যখানা যৌতুক-স্বরূপ
চাহিয়া থাকেন যদি নিজপুত্র হেতু—
সেই হ'বে লোভ তাঁর? আর ভ্রাতৃরাজ্য
অপহর্তা আমি—হইলাম লোভশূন্য!

কাঞ্চুকীয়।—তারপর—

রাম।—না। এরপর আর আমার মায়ের কোনও নিন্দাবাদ শুনতে ইচ্ছা করি না। মহারাজের বৃত্তান্ত এবার বলুন।

কাঞ্চুকীয়।—

তারপর তখন—
মহারাজ শোকে হতবাক হয়ে হস্তের ইঙ্গিতেই আমাকে
এখানে প্রেরণ করলেন। পরে তিনি মূর্ছিত হলেন।
মনে হয় তাঁর পক্ষে এ-যেন বহু-ঈপ্সিত আশীর্বাদ।

রাম।—কী হলো!—তিনি মূর্ছিত হলেন!

[ নেপথ্যে ]

কী হলো—তিনি মূর্ছিত হলেন!
মোহপ্রাপ্তি নৃপতির নহে সহনীয়
যদি—তবে আকর্ষণ কর শরাসন।
উদ্ভবে না মনে যেন কণামাত্র দয়া।

রাম।—[ শ্রবণের পর সম্মুখে অবলোকন ক'রে ]

ধৈর্যের সাগর ধীর শান্ত লক্ষ্মণেরে
কোন জন করে হেন উদ্বেগ-চঞ্চল?
রুষ্টতায় যার, মনে হয় দেখি যেন
শত লক্ষ্মণেতে পূর্ণ সম্মুখ আমার।

[ তারপর ধনুর্বাণ হস্তে লক্ষ্মণ প্রবেশ করলেন ]

লক্ষ্মণ।—[ সক্রোধে ]

কী হলো—কী হলো - তিনি মূৰ্চ্ছিত হলেন !

মোহ-প্রাপ্তি নৃপতির নহে সহনীয়
যদি—তবে আকর্ষণ কর শরাসন।
উদ্ভবে না মনে যেন কণামাত্র দয়া।
স্বজনের অত্যাচার মেনে লয় যারা
অবনত শিরে—যারা স্বভাব-কোমল
লভে তারা অপমান এইরূপ। আর
এ-যদি না মনোমত তব—তবে দাও
ভার মোরে। সুনিশ্চিত হইয়াছি আমি
তরুণী-রমণী-শূন্য করিতে এ-ধরা—
তরুণীর ছলনায় বঞ্চিত আমরা।

সীতা।—আর্যপুত্র, যে-সময়ে রোদনই উপযুক্ত সেই সময়ে সৌমিত্রি এলো ধনুর্ধারণ ক'রে ! ওর এ-রূপ ব্যবহার-তো পূর্বে কখনও শুনিনি।

রাম।—সুমিত্রা-দুলাল, কী এ-সব ?

লক্ষ্মণ।—কী এ-সব ? প্রশ্ন করছেন আবার কী এ-সব ?

ক্রম অনুসারে হয় যাতে অধিকার
সেই রাজ্য হলো অপহৃত। মহারাজ
দুর্দশায় ধরণী উপরে।

এখনও
রয়েছে সন্দেহ ? এরে কি কহিব ক্ষমা ?—
নহে সমগোত্র ইহা পৌরুষ-গর্বের।

রাম।— সুমিত্রা-দুলাল, রাজ্যভ্রষ্ট হলেম আমি। তা হ'তে উৎপন্ন হলো তোমার এই উদ্যম! নাঃ অপণ্ডিতের মতই কাজ হয়েছে। দেখো—

ভরত হউক রাজা, কিংবা হই আমি
তোমার নিকটে কিন্তু উভয়ই সমান
সত্য যদি হও তুমি ধনুঃশ্লাঘাকামী
রক্ষ তারে, রাজপদে যার অধিষ্ঠান।

লক্ষ্মণ।—আমার রোষ দমন করতে পারছি না। আচ্ছা—আচ্ছা এখন আমি চলে যাচ্ছি।

[ প্রস্থান করলেন ]

রাম।—

ওই-যে ভ্রুকুটিভঙ্গী, আবির্ভাব যার
লক্ষ্মণ-ললাটে ও-যেন নিয়তি নিজে
উদ্যত এ-ত্রিভুবন করিতে দহন।

সুমিত্রা-দুলাল, এখানে এসো।

লক্ষ্মণ।—আর্য এই এসেছি।

রাম।—তোমার চিত্ত স্থির করার জন্যই এ-রকম বলেছি। আচ্ছা বলো দেখি এখন—

ধনু তোলা সেই পিতা প্রতি—
যত্ন যাঁর প্রতিজ্ঞা-পালনে।
শর হানা সেই মাতা 'পরে—
চেষ্টা যাঁর স্বধন-গ্রহণে।
অপরাধ-সীমার-বাহির
ভরতেরে করিতে বিনাশ—
এ-তিনের কোন অনুষ্ঠানে
রোষ-শান্তি তব অভিলাষ ?

লক্ষ্মণ।—[ বাষ্পপূর্ণ নয়নে ]
আহা আমার কথা ভালো ক'রে না বুঝেই তিরস্কার করছেন আপনি—

যে-কারণে মনে মহাক্লেশ,
যার জন্য রাজ্য গ্রহণে আমার
অভিলাষ নাই—তা হচ্ছে
এই-যে, আপনাকে চৌদ্দ বৎসর
বনে বাস করতে হবে।

রাম।—এতেই আমার পূজ্যপাদ পিতা মোহগ্রস্ত হয়েছেন! দেখছি নিজের উপর প্রভুত্ব হারিয়েছেন তিনি!
মৈথিলী—

এর প্রদত্ত বল্কলগুলো মঙ্গলার্থে এসেছে। এনে দাও-তো।
অন্য নরপতিরা যা পূর্বে করেননি
এমন-যে অননুষ্ঠিত-ধর্মবিধি আমি তাই পালন করব।

সীতা।—আর্যপুত্র, এই গ্রহণ করুন।

রাম।—মৈথিলী, তুমি কী স্থির করেছ?

সীতা।—কেন?—আমি-তো আপনার সহধর্মচারিণী।

রাম।—আমার কিন্তু একাকীই-যে যাবার কথা।

সীতা।—সেই কারণেই-তো আমি অনুগামিনী হবো।

রাম।—বনে বসবাস করতে হবে কিন্তু।

সীতা।—তাহাই হবে আমার রাজপ্রাসাদ।

রাম।—শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবাও-যে তোমার কর্তব্য।

সীতা।—সেই উদ্দেশে দেবতাদের প্রণাম করছি।

রাম।—লক্ষ্মণ, এঁকে নিবারণ কর।

লক্ষ্মণ।—আর্য, উৎসাহ হচ্ছে না আমার এই শ্লাঘনীয় সময়ে ওঁকে নিবারণ করতে।
দেখুন—

রাহুগ্রস্ত হলেও শশাঙ্ক
তারা চলে তাঁরে অনুসরি।
বনস্পতি যদি লভে ভূমি
তারি সনে লুটায় বল্লরী।

পঙ্কে মগ্ন গজরাজে করিণী-তো ত্যজেনা কখন—
পতিই-যে রমণীর প্রভু—
যান ইনি, ধর্মকার্য আচরণে করুন যতন।

চেটী।—[ প্রবেশ ক'রে ]

ভট্টিনীর জয় হোক। নেপথ্যপালিনী আর্যা রেবা প্রণাম ক'রে জানাচ্ছেন—অবদাতিকা সঙ্গীতশালা হতে একটা বল্কল বলপ্রয়োগে নিয়ে এসেছে। এই অন্য কতকগুলি বল্কল—এগুলি এপর্যন্ত কাহারও দেহ-সংস্পর্শে আসেনি। যদি প্রয়োজন থাকে-তো এই দিয়ে তা সম্পন্ন করুন।

রাম।—ভদ্রে, নিয়ে এসো। উনি সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন। আমি প্রার্থী।

চেটী।—প্রভু, গ্রহণ করুন। [ প্রদান ক'রে নিষ্ক্রান্ত হলো ]

[ রাম গ্রহণ ক'রে পরিধান করলেন ]

লক্ষ্মণ।—আর্য প্রসন্ন হোন—

বসন কঞ্চুক আদি পরিধেয় যত—
অঙ্গের ভূষণ আর পুষ্পমাল্যদাম
অন্য-অন্য সকলেরই অর্ধ অর্ধ ভাগ
চিরদিন দিয়াছেন মোরে। কিন্তু আজ
চীরবাস করেছেন একাকী ধারণ—
অসূয়া রয়েছে দেখি বল্কল-প্রদানে।

রাম।—মৈথিলী, ওকে নিবারণ কর।

সীতা।—সৌমিত্রি, নিবৃত্ত হও তুমি।

লক্ষ্মণ।—আর্যে—

চরণ-শুশ্রূষা মোর পূজ্য অগ্রজের
একাই করিতে বুঝি বাসনা তোমার!
তব তরে রহিল যে দক্ষিণ চরণ—
বাম পাদপদ্মে হবে মোর অধিকার।

সীতা।—দয়া করুন আর্যপুত্র। সৌমিত্রি সন্তপ্ত হচ্ছে।

রাম।—সৌমিত্রি শোনো। বল্কল হচ্ছে—

তপস্যা-সংগ্রামের কবচ।
ব্রতহস্তীর নিয়ামক অঙ্কুশ।
ইন্দ্রিয় অশ্বগণের সংযমরশ্মি।
আর ধর্মরথের সারথি।

এই গ্রহণ কর।

লক্ষ্মণ।—অনুগৃহীত হলেম।

[ বল্কল নিয়ে পরিধান করলেন ]

রাম।—আমাদের বনগমনের সংবাদ পেয়ে পৌরজন-সমাগমে রাজপথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এঁদের এখন অপসারিত কর।

লক্ষ্মণ।—আর্য, আমি আগে আগে যাচ্ছি। সরুন আপনারা—আপনারা সকলে সরুন।

রাম।—মৈথিলী, অবগুণ্ঠন অপনয়ন কর

সীতা।—যথা আজ্ঞা আর্যপুত্র।

[ অবগুণ্ঠন অপনয়ন করলেন ]

রাম।—ওগো পুরবাসিগণ, আপনারা সকলে শুনুন—শুনুন-

যে-সব আকুল আঁখি
সিক্ত করি দিল মুখ
ঝরি অশ্রুধার
তাহাদেরই দিয়া সবে
চেয়ে দেখ স্বেচ্ছামতো
পত্নীরে আমার।
যজ্ঞের সভায়, বনে, বিপদের মাঝে,
যখন সেজেছে কন্যা বিবাহের সাজে,
সে-সময়ে দেখে যদি অনাত্মীয় জন,
কভু নাহি হয় তায় দোষের স্পর্শন।

কাঞ্চুকীয়।—[ প্রবেশ ক'রে ]
কুমার যাবেন না—যাবেন না। এই-যে

চলিয়াছ বনে তুমি বধূ সীতা সনে,
সৌভ্রাত্র-বন্ধনে পিছে চলেছে লক্ষ্মণ—
এ-সংবাদ মহারাজ শুনিয়া শ্রবণে—
ভূমিশয্যা হ'তে উঠি
হেথা আসিছেন ছুটি
ধূলিমাখা বৃদ্ধ বন্য হস্তীর মতন।

লক্ষ্মণ।—আর্য

কী-বা দেখিবার আছে
বনবাসী হই সবে
চীর মাত্র ধরি উত্তরীয়

রাম।—

চলে গেলে হেথা হ'তে
মহারাজ দেখিবেন
আমাদের শূন্য বাসগৃহ।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ ইতি প্রথম অঙ্ক ॥

## ॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[ তারপর কাঞ্চুকীয় প্রবেশ করলেন ]

কাঞ্চুকীয়।—ওগো যাঁরা দুয়ার রক্ষায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা নিজের নিজের জায়গায় সতর্ক হয়ে থাকুন।

প্রতিহারিণী।— [ প্রবেশ ক'রে ]

আর্য, কী কারণে ?

কাঞ্চুকীয়।—কারণ মহারাজ দশরথ আপনার প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে রামকে বনে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। পুত্রের বিরহ-শোকের আগুনে তাঁর হৃদয়টা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উন্মত্তের মতো তিনি নানাপ্রকার অর্থহীন বাক্য বলছেন। এই সমুদ্র-গৃহে শুয়ে আছেন তিনি—

সূর্য যেন অস্তমিত দেখি মাত্র নিষ্প্রভ মণ্ডল
স্বর্ণগিরি কম্পমান—এলো বুঝি প্রলয়ের ক্ষণ
শুষ্ক হয়ে গেল যেন অপ্রমেয় মহোদধি জল
শোকাহত মহারাজ—এলায়েছে দেহ আর মন।

প্রতিহারিণী।—হায়-হায় মহারাজের এই অবস্থা হলো !

কাঞ্চুকীয়।—ভদ্রে, আপনি যান।

প্রতিহারিণী।—আর্য, এই যাচ্ছি।

[ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

কাঞ্চুকীয়।—[ চতুর্দিক অবলোকন ক'রে ]

আহা! রামের সেই চলে যাওয়ার দিন থেকে দেখছি এই অযোধ্যা যেন সত্যই শূন্য হয়ে গেছে। কারণ—

তৃণগ্রাস-গ্রহণে বিমুখ হয়েছে গজেন্দ্রগণ।
হ্রেষাশূন্য অশ্বমুখ—অশ্রুপূর্ণ নয়ন তাদের।
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ পৌরজন যত করিয়াছে
ত্যাগ সবে আহারের কথা—উচ্চৈঃস্বরে রোদনেতে
রত তারা। আর, রয়েছে চাহিয়া সেই দিক পানে—
যেই দিকে গেছে চলে রাম, অনুজ লক্ষ্মণসহ
লয়ে সীতা।—অতি দীনতার ছবি বদনে তাদের।

আমিও এখন মহারাজের নিকটে যাব।

[ পরিক্রমণ ক'রে এবং অবলোকন ক'রে ]

ঐ-যে মহারাজ। মহাদেবী কৌসল্যা আর দেবী সুমিত্রা তাঁর নিকটে রয়েছেন। পুত্রের বিরহে এঁদের আপন আপন শোকই সুদুঃসহ—তবুও তা দমন ক'রে আশ্বস্ত-চিত্তার মতো হয়েই রয়েছেন এঁরা। আহা কী কষ্টকর অবস্থা!

দেখো—ঐ দেখো—

হা হা করি উচ্চকণ্ঠে বিলাপ-ব্যথিত রাজা
পুনঃ পুনঃ উঠেন পড়েন ভূমিতলে।
সেই পথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহেন তিনি
রঘুপতি যেই পথে গিয়াছেন চলে।

[ নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ মিশ্র বিষ্কম্ভক ॥

[ তারপর বর্ণনা মতো রাজা ও রাজ্ঞীদ্বয় প্রবিষ্ট হলেন ]

রাজা।—

জগতের নয়নাভিরাম বৎস রাম।
সুলক্ষণ অংগে আঁকা লক্ষ্মণ আমার।
নিত্য পতিগতচিত্তা, হা সাধ্বী জানকী।
হায়, বনে গেল মোর তনূজ দুজন।

আমার সেই লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহ-বশে পিতার প্রতি এখন সে স্নেহবন্ধনহীন। কী আশ্চর্য—তবুও তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে!

বধূ বৈদেহী—

রামও আমায় পরিত্যাগ করেছে।
নিন্দাভাজন হয়েছি লক্ষ্মণের
আমি সর্বলোকের অযশভাগী—
মা তুমিও আমায় ত্যাগ ক'রে গেলে!

পুত্র রাম বৎস লক্ষ্মণ বধূ বিদেহ-রাজপুত্রী—বৎসগণ আমায় প্রত্যুত্তর দাও। শূন্য—শূন্য ঠেকছে এই সব। কেউ আমার কথার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে না-তো! কৌসল্যা-দুলাল—কোথায় তুমি?

সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতক্রোধ অসূয়াশূন্য
জগতের প্রিয় তুমি। গুরুসেবা-
পরায়ণ তুমি—আমার কথার
প্রত্যুত্তর দাও।

আহা কোথায় গেল সেই সর্বজন-নয়ন-মন-অভিরাম রাম!—কোথায় সে, যে আমার প্রতি এত গভীর ভক্তিমান্ ছিল! শোকার্তের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ সে কোথায়? এ রাজ-ঐশ্বর্য একটা তৃণের মতো তুচ্ছ গণনা ক'রে ফেলে রেখে যে গেল—সে কোথায়! বৎস রাম আমি তোর বৃদ্ধ পিতা—এ-সম্বন্ধ কোন যুক্তিতে ছিঁড়ে ছেঁটে ফেলে দিয়ে সত্য-পালনে কী পুণ্যলাভ করলি তুই! হায় হায়—ওঃ কী কষ্ট!

রাম বনে গেল চলে—সূর্য যেন হলো অস্তগত।
সূর্যসহ গেল দিবা—লক্ষ্মণও গেল সেই মত।
সূর্য অস্তে দিবা শেষ—ছায়াহীন হলো সর্বস্থান।
সীতারে না দেখি আর সেই মত ছায়ার সমান।

[ ঊর্ধ্বে অবলোকন ক'রে ]

ওরে হতবিধি—

কৈকেয়ীরে বন-ব্যাঘ্রী
রামে অন্য নৃপসুত
আর মোরে অপত্য-বিহীন—
কেন তুই না করিলি
ওরে ওরে হতবিধি
বল্ মোরে এই কর্ম তিন ?

কৌসল্যা।—[ রোদন করতে করতে ]
মহারাজ এত শোকসন্তপ্ত হয়ে নিজেকে এমন পরবশ করবেন না। সত্যপালন অবসানে কুমারদের আর বধূ সীতাকে আবার-যে দেখতে পাবেন।

রাজা।—কে-গো তুমি ?

কৌসল্যা।—আমি সেই স্নেহহীন পুত্রের প্রসবিনী।

রাজা।—কী-কী সর্বজন-হৃদয়-নয়নাভিরাম রামের জননী তুমি—কৌসল্যা ?

কৌসল্যা।—মহারাজ আমি মন্দভাগিনী সেই কৌসল্যাই।

রাজা।—কৌসল্যে তুমি যে মহীয়সী। তুমি-তো অসার বস্তু নও। তুমিই-যে রামকে গর্ভে ধারণ করেছিলে।

আর আমি—লুপ্তশক্তি ইন্দ্রিয় সকল।
অন্তরের ঘোর দুঃখ নিবারিতে নারি—
সহিতে না পারি—যেন দীপ্ত অগ্নিজ্বালা।

[ সুমিত্রার পানে চেয়ে ]

আর একজন ঐ-যে—উনি কে ?

কৌসল্যা।—মহারাজ, বাছা লক্ষ্মণ— [ অর্ধ উক্তি ]

রাজা।—[ সহসা উত্থিত হ'য়ে ]

কৈ-কৈ-সে লক্ষ্মণ আমার ?—কোথায় ?—দেখতে পাচ্ছি না-তো
তাকে ! ওঃ কী কষ্ট !

[ রাজ্ঞী দু'জন সত্বর উঠে রাজাকে ধারণ করলেন ]

কৌসল্যা।—মহারাজ, আমি বলতে যাচ্ছিলেম—বাছা লক্ষ্মণের জননী—
সুমিত্রা ইনি।

রাজা।— সুমিত্রে

তোমার পুত্রই সৎপুত্র। সে দিবারাত্র
বনে বাস ক'রে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামকে
ছায়ার মতো অনুগমন করছে।

কাঞ্চুকীয়।—[ প্রবেশ ক'রে ]

জয়তু মহারাজ। মাননীয় সুমন্ত্র এসেছেন।

রাজা।—[ সহসা উত্থিত হয়ে সহর্ষে ]

রামকে নিয়ে—

কাঞ্চুকীয়।— না মহারাজ, রথ নিয়ে।

রাজা।—কী-কী শুধু শূন্য রথ নিয়ে!

[ মূর্ছিত হয়ে পতিত হলেন ]

রাজ্ঞীদ্বয়।—মহারাজ, শান্ত হোন—শান্ত হোন।

[ গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ]

কাঞ্চুকীয়।—কী কষ্ট! এরূপ ব্যক্তিও এমন বিপদে পড়েন? অখণ্ডনীয় বিধির বিধান। মহারাজ, আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন।

রাজা।—[ কিছু ধৈর্য লাভ ক'রে ]
বালাকি, শুধু-কি একাই সুমন্ত্র ফিরে এসেছে?

কাঞ্চুকীয়।—হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা।—ওঃ কী কষ্ট—

আসিয়াছে যদি শূন্য রথ—তবে ভগ্ন
হলো মোর মনোরথ। পাঠায়েছে কাল
রথ তাঁর—লইবারে মোরে যমপুরে।

সুমন্ত্রকে শীঘ্র ভিতরে নিয়ে এসো।

কাঞ্চুকীয়।—যে-আজ্ঞা মহারাজ [ নিষ্ক্রান্ত হলেন ]।

রাজা।—

পদ্মদীঘি-বারি ছুঁয়ে কাননেতে বহে
যেই বায়ু—ধন্য সেই। সে-যে ইচ্ছামত
স্পর্শ করে বনচর রামের শরীর।

[ তারপর সুমন্ত্র প্রবেশ করলেন ]

সুমন্ত্র।—[ চতুর্দিক দেখে শোকের সহিত ]

হয়ে বাষ্পাকুল আঁখি ভৃত্যগণ বন্ধ
রাখে কর্ম তাহাদের—রাম-প্রতি স্নেহ-
বশে। শোকের আগুনে দগ্ধ যেন দেহ
সকলের। চিন্তাভারে কাতর হৃদয়।
উচ্চ ক্রন্দনেতে রত নরপতি'পরে
বর্ষিতেছে শত শত কটু নিন্দাবাদ।

[ নিকটে অগ্রসর হয়ে ]

মহাবাজের জয় হোক।

রাজা।—ভাই সুমন্ত্র, কোথায় আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম?
না-না আমি উপযুক্ত কথা বলিনি।—

সুতপ্রিয় কোথা তব জ্যেষ্ঠপুত্র রাম?
নিরবধি ভক্তিমতী গুরুজনে যিনি—
বিদেহরাজের কন্যা—কোথায় সে-সীতা?
আর বলো কোথায় সে-সৌমিত্রি আমার?
শোকার্ণব-উৎপাদক সকল জনের,
আসন্ন-মরণ এই হতভাগ্য প্রতি
কিছু-কি কহিয়াছিল মোর সন্তানেরা?

সুমন্ত্র।—না-না মহারাজ এরূপ অমঙ্গল-বাক্য বলবেন না। অচিরেই তাদের দেখতে পাবেন আপনি।



৫

রাজা।—সত্যই অনুপযুক্ত কথা বলেছি সুমন্ত্র।
তপস্বিগণের প্রতি এরূপ প্রশ্ন উচিত হয়নি।
তাহলে বলো—তপস্বীদের তপস্যার বৃদ্ধি হচ্ছে-তো?
বৈদেহীর স্বচ্ছন্দভাবে বনে বেড়িয়ে বেড়াতে
কোনো কষ্ট হচ্ছে না?

সুমিত্রা।—সুমন্ত্র, বালিকা হলেও বয়স্কদের মতো
বুদ্ধিমতী, স্বামীর সহধর্মচারিণী সীতা,
প্রচুর বল্কলে শরীর ঢেকে রেখেছে-তো?
—আমাদের কিংবা মহারাজের কথা সে
কি কিছু বলেনি?

সুমন্ত্র।—সকলেই মহারাজকে—

রাজা।—না-না, আমার শ্রোত্ররসায়ন আমার আতুর হৃদয়ের মহৌষধ
তাদের নাম পৃথক পৃথক ক'রে শোনাও আমাকে।

সুমন্ত্র।—যে-আজ্ঞা মহারাজ।
আয়ুষ্মান রাম।

রাজা।—রাম—এই-যে রাম। তার নাম শুনে যেন
তার অঙ্গস্পর্শসুখ অনুভব করছি আমি।
তারপর—তারপর।

সুমন্ত্র।—আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ—

রাজা।—এই-যে লক্ষ্মণ। তারপর—তারপর—

সুমন্ত্র।—আয়ুষ্মতী সীতা—জনকরাজপুত্রী।

রাজা।—এই বৈদেহী।—রাম লক্ষ্মণ বৈদেহী—এ-যে
ক্রমভঙ্গ হয়ে গেল সুমন্ত্র।

সুমন্ত্র।—তবে কোন ক্রম অনুসারে হবে?

রাজা।—এই রকম বলো—রাম-বৈদেহী-লক্ষ্মণ।

নাম গ্রহণেও মাগো থাকো রাম-লক্ষ্মণের মাঝে—
তবে রবে সমাশ্রিত হয়ে—বনে শত ভয় আছে।

সুমন্ত্র।—মহারাজ যেরূপ আজ্ঞা করছেন।
আয়ুষ্মান রাম—

রাজা।—এই-যে রাম।

সুমন্ত্র।—আয়ুষ্মতী জনকরাজপুত্রী—

রাজা।—এই বৈদেহী।

সুমন্ত্র।—আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ—

রাজা।—এই-তো লক্ষ্মণ।

রাম বৈদেহী লক্ষ্মণ আমায় আলিঙ্গন কর বৎসগণ!

স্পর্শ যদি পাই তার মাত্র একবার
অথবা ক্ষণিক দেখা রামের আমার,
তবে বুঝি উঠিব-বা হয়ে সঞ্জীবিত
সুধা পানে হয় যথা প্রায় যেই মৃত।

সুমন্ত্র।—শৃঙ্গিবের পুরে রথ হতে অবতরণের পর অযোধ্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে অবনত শিরে মহারাজকে প্রণাম ক'রে সকলেই তারা কিছু নিবেদন করবার জন্য চিন্তা করতে লাগল ।

বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল তিনজন
কিছু বলিবার তরে। প্রস্ফুরিত হলো
অধর তাদের। কিন্তু আবেগ-নিরুদ্ধ
কণ্ঠ। কিছু নাহি ব'লে গেল চলি বনে।

রাজা।—কিছু না-ব'লেই বনে চলে গেল !

[ দ্বিগুণতর মূর্ছাপ্রাপ্ত হলেন ]

সুমন্ত্র।—[ অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত ]
বালাকি শীঘ্র অমাত্যদের সংবাদ দাও—
মহারাজ এখন চিকিৎসা-সাধ্যাতীত দশায়।

কাঞ্চুকীয়।—আচ্ছা দিচ্ছি। [ নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

রাজ্ঞীদ্বয়।—মহারাজ আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন।

রাজা।—[ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে ]
কৌসল্যে—

অঙ্গ মোর স্পর্শ কর দেবী
তোমারে হেরে না আঁখি আর।
মন গেছে রামের নিকটে
আসিছে না ফিরিয়া আবার।

পুত্র রাম, আমার মনে সর্বদা এই চিন্তাই হতো-

রাজ্যে করি অভিষেক—সু-নৃপতি দিয়া
করিয়া কৃতার্থ প্রজা—রাজবিভবের
তুল্য-অধিকারী কর সদা ভ্রাতৃগণে—
দিয়া এ-আদেশ, ইচ্ছা ছিল মোর যাব
বানপ্রস্থে হেথা হতে। কিন্তু এ-কৈকেয়ী
ক্ষণে বিপর্যস্ত তায় করেছে নিঃশেষে।

সুমন্ত্র, কৈকেয়ীকে বোলো যে—

রাম গেছে চলে—ওর হোক প্রীতিলাভ।
এ-জীবন মোর আমি কবি পবিত্যাগ।
তারপর হেথা শীঘ্র যেন আনে পুত্রে
ওব।—হোক পরিপূর্ণ পাপ অভিলাষ।

সুমন্ত্র।—যে-আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—[ ঊর্ধ্বে অবলোকন ক'রে ]
এই-যে রামকথা শুনে দগ্ধহৃদয় আমাকে আশ্বাস দেবার জন্যে
এসেছেন আমার পূর্ব পিতা, পিতামহগণ—
কে আছ এখানে—

কাঞ্চুকীয়।—[ প্রবেশ ক'রে ]
জয় হোক মহারাজের।

রাজা।—জল—জল আনো।

কাঞ্চুকীয় ।—যে-আজ্ঞা মহারাজ ।

[ নিষ্ক্রান্ত হয়ে পুনরায় প্রবেশ ক'রে ]

জয় হোক মহারাজ—
এই জল ।

রাজা ।—[ আচমন করবার পর অবলোকন ক'রে ]

এই-যে দিলীপ—সখা অমরপতির ।
এই রাজা রঘু । এই পূজনীয় অজ—
মম পিতা । কী কারণে পূজনীয়গণ
আগমন হেথা ? এসেছে সময় এবে
আমারও-যে সেই স্থানে বাস করিবার ।

রাম-বৈদেহী-লক্ষ্মণ, আমি এ-স্থান হতে পিতৃগণের নিকটে গমন করছি ।

হে পিতামহগণ, এই-যে এই আমি যাচ্ছি ।

[ মহামূর্ছা প্রাপ্ত হলেন ]

[ কাঞ্চুকীয় যবনিকা দিয়ে রাজদেহ আচ্ছাদিত করলেন ]

সকলে ।—হা হা মহারাজ ।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

## ॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

[ তারপর সুধাকার প্রবেশ করল ]

সুধাকার।—[ সম্মার্জনাদি ক'রে ]

যাক্ এখন হলো এখানকার কাজটা শেষ—আজ্ঞ সভূবক যা আজ্ঞি করেছিলেন। এখন একটু ঘুমিয়ে নেই।

[ শয়ন ক'রে নিদ্রিত হলো ]

[ ভটের প্রবেশ ]

ভট।—[ চেটের কাছে এসে তাকে প্রহার ক'রে ]

আঃ পাপটা।—ওরে এই বাঁদীর বেটা—

তুই কাজ করছিস্ না কেন? [ পুনরায় প্রহার ]

সুধাকার।—[ জাগরিত হয়ে ]

মারো আমায়—মারো।

ভট।—মারবই-তো—মারলে তুই করবি কী?

সুধাকার।—হায়রে পোড়ার কপাল আমার—কাত্তবিজ্জীর মতো হাজারটা হাত নেই!

ভট।—থাকলে করতিস্-কি তুই—হাজারটা হাত?

সুধাকার।—তুমায় মারতোম। ম্যারে ফেলতোম।

ভট।—তবে-রে বাঁদীর বেটা—আয়। তুই ম'লে তবে আমি ছাড়ব।

[ পুনরায় প্রহার ]

সুধাকার।—[ ক্রন্দনের সহিত ]

কত্তা, এখন আমার অপরাধটা-কি জানতে পারি ?

ভট।—নাঃ—নেই—তোমার কোন অপরাধই নেই! তোকে-না বলেছিলুম যে কুমার রাম রাজ্যভ্রষ্ট হলেন। সেই শোকে রাজা দশরথ স্বর্গে গেলেন। তাঁর প্রতিমা-ঘর দেখতে কৌসল্যার সঙ্গে রাজ-অন্তঃপুরের সকলে এখানে আসছেন। এখন তোকে যা-যা করতে বলেছিলুম তার কী করেছিস্ ?

সুধাকার।—দেখো-না কত্তা—ঐ ভেতরঘর থেকে পায়রার বাসা সইরে দেইচি। কাঁথগুলোন চুণকাম করেচি। তানাদের ওপর চন্নন-মাখা পাঁচটা-পাঁচটা আঙ্গুলের ছাপ নেগিয়েচি। দুয়োর গুনার সব মাথায় মাথায় ফুলের মালা ঝুইলে শোভা দেইচি। বালু ছইড়েচি। এখন বলোন্ আমি কী-না করেচি।

ভট।—এই সব করেছিস্ ? তবে তুই নিশ্চিন্ত হয়ে যা। আমিও, সব কাজ করা হয়ে গেছে—এই কথা মন্ত্রী মশায়কে নিবেদন করতে

[ দুজনে নিষ্ক্রান্ত হলো ]

॥ প্রবেশক ॥

[ তারপর ভরত প্রবেশ করলেন—সঙ্গে সূতও রয়েছে ]

ভরত।—[ আবেগব্যঞ্জক স্বরে ]

সূত, চিরদিন মাতুলালয়ে অবস্থান করায় অযোধ্যার বৃত্তান্ত সকল আমার অবিজ্ঞাত রয়েছে। শুনলেম মহারাজের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। তা আমাকে বলো—

কোন ব্যাধি আমার পিতার ?

সূত।—দারুণ-যে মর্মব্যথা তাঁর।

ভরত।—কী বলেন তাতে বৈদ্যগণ ?

সূত।—এ-বিষয়ে ভিষকেরা নিপুণ-তো নন।

ভরত।—ভুঞ্জেন আহার ?—নিদ্রা কীরূপ শয়নে ?

সূত।—ভূমি'পরে রয়েছেন শুধু অনশনে।

ভরত।—আছে আশা কিছু ?

সূত।—দৈব মাত্র।

ভরত।—কাঁপে হৃদি। বাহ রথখান।

সূত।—যথা তব আজ্ঞা আয়ুষ্মান।

[ রথ চালনা করিতে লাগিল ]

ভরত।—[ রথের গতিবেগ লক্ষ্য ক'রে ]

অহো কী গতিবেগ রথের।

এই যে—

বৃক্ষরাজি দেখি যেন আসিছে ছুটিয়া।
এক হতে অন্যটার ব্যবধান-স্থান
মনে হয় ক্ষীণ—দ্রুত রথ-গতি-বশে।
চক্রনেমি-গহ্বরের মাঝে মহী যেন

করিছে প্রবেশ—নদীজলোচ্ছ্বাস মতো।
অরপংক্তি হারায়েছে স্বাতন্ত্র্য তাদের।
স্থির যেন ঘূর্ণ্যগতি চক্রের বলয়।
হয়ে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিও উড়িছে
পুরোভাগে—নাহি পড়ে রথের পশ্চাতে।

সুত।—আয়ুষ্মান্, বৃক্ষগুলির সুস্নিগ্ধ শ্যামল রূপ দেখে মনে হয় অযোধ্যা সন্নিহিত।

ভরত।—ওঃ আত্মীয়দের দেখবার আগ্রহে আমার মনের কী ব্যস্ততা! দেখছি যেন—

অবনত হইয়াছে মস্তক আমার
পিতার চরণদ্বয়ে। তুলিছেন মোরে
তিনি বাৎসল্যের বশে। ভ্রাতৃগণ মোর
উপনীত হয়েছেন ত্বরিত-চরণে।
সিক্ত করিছেন মোরে আনন্দাশ্রুপাতে
মাতৃগণ। প্রীতিহেতু কহে প্রশংসায়
পরিজনগণ সবে—আমি হইয়াছি
পিতৃতুল্য দীর্ঘদেহ, আয়তশরীর।
শুনিয়া আমার ভাষা, হেরি পরিচ্ছদ,
সৌমিত্রি কহিছে যেন পরিহাস-বাণী।

সুত।—[ আপনার মনে মনে ]

আহা কী কষ্ট! মহারাজের মৃত্যু-সংবাদ কুমার শোনেন নি। তিনি-যে নিষ্ফলা ভবিষ্যৎ-আশা নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন

তা তাঁর জানা নেই। আর আমরা জেনেশুনেও এ-সংবাদ ওঁকে দিতে পারছি না। কারণ—

মাতার ঐশ্বর্য-লোভ, পিতার জীবন-পরিত্যাগ
আর সেই প্রবাসগমন-বার্তা অগ্রজ ভ্রাতার
কে বলো কহিবে ওঁরে এই তিন কলঙ্কের কথা ?

ভট।—[ প্রবেশ ক'রে ] কুমারের জয় হোক।

ভরত।—ভদ্র, শত্রুঘ্ন-কি আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে ?

ভট।—কুমার, শত্রুঘ্ন সন্নিকটেই আছেন। কিন্তু উপাধ্যায়গণ আপনাকে ব'লে পাঠিয়েছেন—

ভরত।—কী—কী-ব'লে পাঠিয়েছেন ?

ভট।—ব'লে পাঠিয়েছেন-যে কৃত্তিকানক্ষত্রের স্থিতিকাল এখনও একদণ্ড অবশিষ্ট আছে। তাহার পর রোহিণী নক্ষত্র প্রবৃত্ত হলে কুমার যেন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন।

ভরত।—বেশ তাই হবে।—আমি পূর্বে কখনো গুরুজনদের বাক্য লঙ্ঘন করিনি।—তুমি যাও।

ভট।—কুমার যেরূপ আজ্ঞা করছেন। [ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

ভরত।—এখন কোন স্থানে বিশ্রাম করি ? আচ্ছা দেখতে পেয়েছি। ঐ-যে বৃক্ষান্তরাল দিয়ে একটি দেবায়তন দেখা যাচ্ছে না—

ঐ-স্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করব। তা হলে দেবার্চনা ও শ্রান্তিদূর এই উভয় কার্যই এককালে সম্পাদিত হবে। আর প্রথমে উপকণ্ঠে কিছুকাল উপবেশনের পর নগরে প্রবেশ করাই শিষ্টাচার। অতএব রথ স্থাপন কর।

সূত।—যেরূপ আয়ুষ্মানের আজ্ঞা। [ রথ স্থাপন করল ]

ভরত।—[ রথ হতে অবতরণ ক'রে ]

সূত, নিভৃত স্থানে অশ্বদের বিশ্রাম করাও।

সূত।—যথা আজ্ঞা আয়ুষ্মান। [ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

ভরত।—[ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে—অবলোকন ক'রে ]

দেবোদ্দেশে সুপ্রদত্ত পুষ্প ও লাজাঞ্জলি। ভিত্তিগাত্রে চন্দনমাখা পঞ্চ পঞ্চ অঙ্গুলীর ছাপ দেওয়া। দ্বারসকল আলম্বিত মাল্যদামে সুশোভিত। সর্বত্র বালুকা বিকীর্ণ।

এ-স্থান কি আজ কোনো পার্বণ-বিশেষের উৎসব অপেক্ষা করছে? অথবা এই স্থানের পরলোকবিশ্বাসী পূজারীগণের ইহাই প্রতিদিবসের দেবার্চনবিধি?

কোন দেবতার স্থান এ-টি? ধ্বজা প্রহরণ বা অন্য কোনো বহিশ্চিহ্নে কিছু তা প্রকাশ পাচ্ছে না-তো।

আচ্ছা অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে বুঝতে পারব।

[ প্রবেশের পর অবলোকন ক'রে ]

এও সম্ভব! পাষাণে এমন মাধুর্যময়ী মূর্তি রচনা! কী অপূর্ব ভাবব্যঞ্জক আকৃতি গঠন! দেবমূর্তি গঠনোদ্দেশে নির্মিত হলেও প্রতিমাগুলি যেন মানবদেহ-সাদৃশ্যের বিশ্বাস উৎপাদন করে। একত্র সংবদ্ধ এ-প্রতিমা চতুষ্টয় কি কোনো দেবতাদের প্রতিকৃতি?

অথবা যে-কাহারই হউক-না কেন মন আমার আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠলো—

মোর মনে লয় দেবতা ইঁহারা—
উচিত-যে মাথা করিতে নত।
মন্ত্রবিহীন সে-দেব অর্চনা
হোক্ না শূদ্রের পূজার মত।

দেবকুলিক।—[ প্রবেশ ক'রে ]

নিত্যকর্ম অবসানে প্রাণিধর্ম আহার্য গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেম। এই অবসরে কে ইনি এসে প্রতিমা-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন?

আশ্চর্য! মূর্তিগুলির সহিত এঁর অঙ্গসাদৃশ্যের ভিন্নতা যেন নাই বলিলেই হয়।

আচ্ছা, ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি—কে উনি।

[ প্রবেশ করলেন ]

ভরত।—নমোঽস্তু—

দেবকুলিক।—না-না—প্রণাম করবেন না।

ভরত।—প্রণাম করব না!—কেন?

দেখিলেন দোষাবহ কিছু-কি আমাতে?
রয়েছেন আপনি-কি প্রতীক্ষা করিয়া
আগমন-আশে কোনো বিশিষ্ট জনের?
কেন এ-নিষেধ?—কোনো নিয়ম-বিশেষ
প্রবর্তনাপ্রভুত্ব কি বারণের হেতু?

দেবকুলিক।—ঐ সকল কারণের কোনোটারই জন্য আপনাকে নিষেধ করছি না। কিন্তু দেবতা-বিশ্বাসে কোনো ব্রাহ্মণ পাছে এঁদের প্রণাম করেন এই আশঙ্কায় বারণ করেছি। এঁরা সকলেই ক্ষত্রিয়বংশজাত।

ভরত।—বটে! ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত এঁরা?—এঁরা কারা—কোন ক্ষত্রিয় বংশের?

দেবকুলিক।—এঁরা ইক্ষাকুকুল-সন্তান।

ভরত।—[ সহর্ষে ]

ইক্ষাকুসন্তান এঁরা—এঁরাই সেই অযোধ্যাধিপতিগণ!

অসুরপুরীর ধ্বংস বেলায়
দেবতাদিগের সহায়-দানে
এঁরাই হতেন আগুয়ান?
জনপদের মানুষ নিয়ে
অমরপতির রাজ্যে গিয়ে
পুণ্যবলেই পেতেন স্থান?

এই কি তাঁরা—যাঁরা পেলেন
আপন বাহুর বলে জিতে
সারা দেশটা—বসুমতী ?
এঁরাই তাঁরা ইচ্ছামরণ—
মৃত্যু চির-অপেক্ষমাণ
মান্য দানে যাঁদের প্রতি ?

ওঃ আকস্মিকভাবে এসে তবে-তো মহাফল লাভ করলেম !

এখন বলুন ইনি কে ?—এই মান্যবর।

দেবকুলিক।—ইনি প্রজ্জ্বলিত-ধর্মপ্রদীপ দিলীপ।
নিখিল বিশ্বজয়ে সংগৃহীত সমস্ত রত্নসম্পদ-নিয়োজিত বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের প্রথম প্রবর্তয়িতা।

ভরত।—নমোঽস্তু। ধর্মই যাহার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তাঁকে প্রণাম করি।
এই ইনি কে ?—পরিচয় দিন এঁর।

দেবকুলিক।—বহু সহস্র ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ, পুণ্যাহ আশীর্বাণীরবে যিনি নিদ্রিত হতেন। সুপ্তোত্থিত হতেন পুনরায় সেই পুণ্যধ্বনি শ্রবণ ক'রে—ইনি সেই রঘু।

ভরত।—অহো মৃত্যুই বলবান। এতো আশীর্বচনের রক্ষা-কবচকেও অতিক্রম করেছে !
প্রণাম করি তাঁহাকে যাহার রাজৈশ্বর্য ব্রাহ্মণগণ বিদিত।
বলুন এঁর কী নাম ?

দেবকুলিক।—নিত্য যজ্ঞাবসান-স্নানে অপগত-কামনা-কলুষ মহারাজ অজ ইনি: প্রিয়াবিয়োগ-বৈরাগ্যে যিনি পরিত্যাগ করেছিলেন অযোধ্যার রাজ্যভার।

ভরত।—রাজ্য-উপভোগতৃষ্ণা-বিরহিত শ্লাঘনীয় চরিত্রকে প্রণাম করি।

[ দশরথের প্রতিমা দর্শন ক'রে উদ্বিগ্ন হয়ে ]

দেখুন, এঁদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সকল বিষয়টা স্পষ্ট অবধারণে অসমর্থ হয়েছিলেম এতক্ষণ। পুনরায় বলুন একবার ইনি কে?

দেবকুলিক।—ইনি দিলীপ।

ভরত।—মহারাজের পিতার পিতামহ। তারপর—ইনি?

দেবকুলিক।—ইনি মাননীয় রঘু।

ভরত।—মহারাজের পিতামহ। তারপর—তারপর?

দেবকুলিক।—মান্যবর অজ ইনি।

ভরত।—আমাদের পিতার পিতা।—
কী—কী—কী বল্লেন—কী বল্লেন?

দেবকুলিক।—ইনি দিলীপ।
ইনি রঘু।
আর ইনি মহারাজ অজ।

ভরত।—প্রশ্ন করছি আপনাকে একটা।

যাঁরা প্রাণধারণ ক'রে আছেন তাঁদেরও-কি প্রতিমা স্থাপিত হয় এ-স্থানে ?

দেবকুলিক।—না। কখনও তা হয় না।

শুধু যাঁদের জীবন-প্রান্তরেখা অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁদের।

ভরত।—তা-হলে বিদায় নিচ্ছি আপনার নিকট।

দেবকুলিক।—দাঁড়ান একটু—

ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পাশে বনিতার।
ত্যজিলেন রাজ্য প্রাণ সেই শুল্কদানে।
ইনি সেই দশরথ—এ প্রতিমা তাঁর—
এঁর প্রশ্ন কেন তব মন নাহি আনে ?

ভরত।—হা তাত। [ মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে ]

রে মোর হৃদয় হও পূর্ণকাম তুমি।
আশঙ্কিত হতেছিলে যাহার কারণে
শোনো সেই জনকের মরণ-বারতা।
এবে ধৈর্য ধরো। ওই বিবাহপণের
কথা, কালিমায় ভরা, অঙ্গে মোর থাকে
যদি লেপে—যদি তাহা ধরে সত্যরূপ—
তবে মোর দেহ-শুদ্ধি অবশ্য কর্তব্য।

আর্য-

দেবকুলিক।—আর্য!—

এ-সম্বোধন তো ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণেরই সম্ভাষণ-বৈশিষ্ট্য। তবে-কি আপনি কৈকেয়ী-পুত্র ভরত?

ভরত।—হ্যাঁ তাই—হ্যাঁ তাই। দশরথাত্মজ ভরত আমি—কৈকেয়ী-পুত্র নই।

দেবকুলিক।—তা হলে বিদায় নিচ্ছি আপনার নিকট।

ভরত।—দাঁড়ান—শেষটা আমাকে বলুন।

দেবকুলিক।—তবে আর অন্য গতি নেই। শুনুন আপনি—মহারাজ দশরথ পরলোকে। সীতা লক্ষ্মণ সহ রাম বনে গিয়েছেন—কী প্রয়োজনে তা জানিনা।

ভরত।—কী—কী—আর্যও বনগমন করেছেন।

[ গভীর মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন ]

দেবকুলিক।—কুমার আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন।

ভরত।—[ সংজ্ঞালাভ ক'রে ]

অযোধ্যা হয়েছে বন— দেহত্যাগ করেছেন পিতা—
ভ্রাতা বনবাসে।
শুষ্ক-তোয়া নদী পানে ছুটিয়া চলেছি আমি
বৃথা বারি-আশে।

আর্য, বিস্তারিত বিবরণ শুনলে আমার মনে স্থৈর্য আসবে। কোনো অংশ অ-কথিত না রেখে সকল বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

দেবকুলিক।—শুনুন। মাননীয় মহারাজ, মাক্সবর রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে আপনার জননী, শুনলেম নাকি বলেছিলেন—

ভরত।—থামুন—

সেই সর্বদোষ-মূলক বিবাহপণের কথা
স্মরণ ক'রে বলেছিল আমার পুত্র রাজা
হোক—এই কথা। আর্য রাম ধৈর্য ধরে থাকায়
উৎসাহিত হয়ে তাঁকে বলেছিল বাছা তুমি
বনে যাও। বল্কলধারী রামকে দেখেই
মহারাজের অসদৃশ মৃত্যু ঘটেছিল।
পুরবাসিগণ তার প্রতি যথেষ্ট দুর্বাক্য
প্রয়োগ ক'রে অবশিষ্ট নিন্দাবাদ
বর্ষণ করছে—আমার মস্তকে।

[ মূর্ছিত হলেন ]

[ নেপথ্যে ]

সরুন আপনারা—আপনারা সরে যান।

দেবকুলিক।—[ অবলোকন ক'রে ]

এই-যে—
মহাদেবীরা উপযুক্ত সময়েই এসে পড়েছেন।
পুত্র মূর্ছা-প্রাপ্ত। মাতৃগণের হস্তের স্নেহস্পর্শ
পিপাসিতের নিকট এক অঞ্জলি বারি প্রদানের ন্যায় হবে।

[ তারপর রাজ্ঞীগণ প্রবেশ করলেন সঙ্গে রয়েছেন সুমন্ত্র ]

সুমন্ত্র।—আপনারা এই দিকে আসুন—এই দিকে।

এই সেই গৃহ—অন্য হর্ম্য সুদুর্লভ
সমতুল্য হয় যাহা এর উচ্চতায়।
প্রতিমায় মাত্র যাঁর হলো অবশেষ—
মোদের সে-নরপতি আছেন হেথায়।
ভিতরে প্রবেশ এর কেহ কোনো প্রতিহারী
করে না-কো কভু নিয়ন্ত্রণ।
প্রণতিও না করিয়া করে এসে উপাসনা
পথচারী যত পান্থজন।

[ ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখে ]

আপনারা ভিতরে আসবেন না—ভিতরে আসবেন না।

দেবকুলিক।—
আছে পড়ে একজন—যেন-সে তরুণ দশরথ—
শঙ্কা নাই—নহে পর। তোলো এঁরে—ইনি-যে ভরত।

[ নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন ]

রাজ্ঞীগণ।—[ সহসা প্রবেশ ক'রে ]

হা পুত্র ভরত—হা পুত্র আমার।

ভরত।—[ কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ ক'রে ]

আর্য।

সুমন্ত্র।—জয়তু মহা—[ অর্ধ উক্তি ক'রে বিষাদের সহিত ]
আশ্চর্য সাদৃশ্য কণ্ঠস্বরের! মনে হলো প্রতিমার মহারাজই যেন কথা কইছেন!

ভরত।—আমার মায়েদের এখন কী অবস্থা?

রাজ্ঞীগণ।—জাদু, আমাদের অবস্থা এই—
[ সকলে অবগুণ্ঠন অপনয়ন করলেন ]

সুমন্ত্র।—আপনারা শোকোৎকণ্ঠা সংবরণ করুন।

ভরত।—[ সুমন্ত্রকে দেখে ]
আপনার সমস্ত শিষ্ট ব্যবহারই আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে—আপনি তাত সুমন্ত্র।—তাই নন কি?

সুমন্ত্র।—কুমার তাই-ই বটে।—আমি সুমন্ত্র।

অনুসরে দীর্ঘ জীবনের যত দোষ।
কৃতঘ্নতা—উপহাস করে মোর প্রতি।
রাজা মৃত—তবু আমি রয়েছি জীবিত
সেই-যে তাঁহার শূন্য রথের সারথি।

ভরত।—হায় পিতা।

[ দণ্ডায়মান হয়ে ]

তাত, আমার মায়েদের প্রণাম করবার ইচ্ছা করি। কোন ক্রম অনুসারে প্রণাম করব আপনি ব'লে দিন।

সুমন্ত্র।—উত্তম। ইনি পূজনীয় রামের জননী—দেবী কৌসল্যা।

ভরত।— মা আমি নিরপরাধ।
আপনাকে প্রণাম করছি।

কৌসল্যা।—জাদু সন্তাপশূন্য হোক তোমার মন।

ভরত।—[ আত্মগত ]
এ যেন বিদ্রূপ আমার প্রতি !
[ প্রকাশ ক'রে ]
অনুগৃহীত হলেম আমি। তারপর—তারপর—

সুমন্ত্র।—মাননীয় লক্ষ্মণের জননী ইনি—দেবী সুমিত্রা।

ভরত।—মা, লক্ষ্মণ প্রতারণা করেছে আমাকে।
প্রণাম করছি আমি।

সুমিত্রা।—বাছা যশোভাগী হও তুমি।

ভরত।—মা তারই প্রচেষ্টা হবে আমার।
অনুগৃহীত হলেম। তারপর—তারপর—

সুমন্ত্র।—ইনি তোমার জননী।

ভরত।—[ সরোষে উত্থিত হয়ে ]
আঃ পাপিনী—
এই মাতা—এই মাতা, মধ্যে রহিয়াছ তুমি—
দেখিতে না পারি।

গঙ্গা যমুনার মাঝে প্রবেশিতা যেন নদী—
অপবিত্র-বারি।

কৈকেয়ী।—জাদু কী করেছি আমি?

ভরত।—বলছো আবার কী করেছি?—

আমারে করেছ যুক্ত অযশ-কথনে।
রামে—চীরবাসে। লক্ষ্মণেরে—পণ্ড সনে।
রাজারে করেছ যুক্ত গৃহমৃত্যু সহ।
অযোধ্যারে সুদীর্ঘ ক্রন্দনে অহরহ।
পুত্রবৎসলারে তীক্ষ্ণ শোকের দহনে।
বধূরে তোমার—পথ পর্যটন-শ্রমে।
তীব্র ধিক্-ধিক্ শব্দ যাহা যায় শোনা
তোমার আত্মাকে তায় করেছ যোজনা।

কৌসল্যা।—জাদু, সকল শিষ্টাচারই-তো তোমার জানা আছে, তবে তোমার মাতাকে প্রণাম করছো-না কেন?

ভরত।—মাতাকে প্রণাম? তুমিই আমার মা।
মা তোমায় আমি প্রণাম করছি।

কৌসল্যা।—না—না। এই-যে তোর জননী।

ভরত।—আগে ছিলেন—কিন্তু এখন আর নয়।
মা দেখুন—

যে হইয়া স্নেহত্যাগী স্বভাবের দোষে
পুত্রকে অ-পুত্র করে। আপন পতির
যে করে অনিষ্ট চিন্তা। মা বলিয়া তারে
কোনো পুত্র আর কভু মান্য নাহি দিবে—
নবধর্ম পৃথিবীতে করিনু স্থাপন।

কৈকেয়ী।—জাদু, মহারাজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই আমি ওরূপ বলেছিলেম।

ভরত।—কী—কী সেই প্রতিজ্ঞা?

কৈকেয়ী।—আমার পুত্রটি রাজা হোক—এই।

ভরত।—আচ্ছা আমার সেই পূজ্য ভ্রাতা তোমার কে হন?

নহে কি তাঁহার জন্ম ঔরস হইতে
আমারই পিতার? ক্রমবিধি অনুসারে
নাহি-কি হইতেছিল তাঁর অভিষেক?
স্নেহ আর ভালবাসা, নাহি-কি পাইত
ভ্রাতৃগণ—অনুজ তাঁহার? প্রজাদের
ছিল-কি অনভিমত, তাঁর অভিষেকে?

কৈকেয়ী।—জাদু, শুল্ক-লুব্ধা আমাকে-কি এ-প্রশ্ন সঙ্গত?

ভরত।—তোমার আজ্ঞায় বলো এ-ও ছিল শুল্ক-পণে—
পরিয়া বল্কলবাস, পত্নীরে লইয়া সাথে,
রাজশ্রী করিয়া ত্যাগ পদব্রজে যাবে বনে ?

কৈকেয়ী।—বৎস, সে কী—তা উপযুক্ত স্থানে যোগ্য সময়ে তোমাকে বলবো।

ভরত।—

আকাঙ্ক্ষা আছিল যদি অযশ-অর্জনে
কী ফল লভিলে বলো উল্লেখ করিয়া
মোর নাম ? তৃষ্ণা যদি এতই তোমার
রাজ-সম্পদেরে ভোগ করিবার তরে
কোন্ বস্তু না দিতেন নরেন্দ্র তোমায় ?
আর, যদি রাজমাতা আখ্যা লভিবার
স্পৃহা ছিল আপনার অন্তর মাঝারে—
বলো সত্য—আর্যও কি পুত্র নন্ তব ?

এ অতি কুৎসিত কর্ম করেছ তুমি।

রাজ্যলুব্ধা হয়ে তুমি গণনা করনি
মনে নৃপতির প্রাণ। জ্যেষ্ঠ পুত্রে তব
বনে যাও হেথা হতে—এই আজ্ঞা দিয়া
পাঠায়েছ পরবাসে। বল্কল পরিতে
দেখি জানকীরে, হয়নি বিদীর্ণ যাহা—
সে তব হৃদয়, বিধি করেছে নির্মাণ—
হায় হায়—বজ্রসম কঠোর করিয়া!

সুমন্ত্র।—কুমার, বসিষ্ঠ আর বামদেব এই দুই জন পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে অভিষেক দ্রব্যসম্ভার সহ মন্ত্রিগণ এসেছেন আপনাকে অভ্যর্থনা করবার অভিপ্রায়ে।

এঁরা বলছেন—

পালক-বিহীন গোযূথ যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়
প্রজাবৃন্দ নৃপতিহীন হলে তাদেরও সেই অবস্থা ঘটে।

ভরত।—মন্ত্রিগণকে আমার অনুসরণ করতে বলুন।

সুমন্ত্র।—অভিষেক উপেক্ষা ক'রে কোথায় যাবেন কুমার?

ভরত।—অভিষেক—অভিষেক!
অভিষেক প্রদান করুন এই মাননীয়াকে!

সুমন্ত্র।—কোথায় চলেছেন কুমার?

ভরত।—

চলিয়াছি সেই স্থানে—
লক্ষ্মণের প্রিয় যেথা করেন বসতি।
অযোধ্যা,—অযোধ্যা নহে আর
সেই-সে অযোধ্যা মোর কাছে
যথায় করেন বাস রাম রঘুপতি।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ ইতি তৃতীয় অঙ্ক ॥

## ॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

[ তারপর দুজন চেটী প্রবেশ করলে ]

বিজয়া।—ওলো নন্দিনিকা, বলতো ভাই—বলতো, কৌস্থল্যার সঙ্গে আজ-যে অন্দোর মহলের সকলে পিত্তিমে-ঘর দেখতে গেছলো—শুনলুম সেখেনে তাদের নাকি কুমার ভরতের সঙ্গে দেখা হয়েছেল?
পোড়া কপাল আমার বোন—আমাকে দরোজাগোড়ায় দেঁড়িয়ে থাকতে হয়েছেল।

নন্দিনিকা।—ওলো দেখলুম বৈকি আমরা কুমার ভরতকে—ভারী দেখবার ইচ্ছে হয়েছেল কি না—দেখলুম।

বিজয়া।—রানীমাকে কী বোল্লেন কুমার?

নন্দিনিকা।—কী বোল্লেন—হুঁঃ! মুখ পজ্জন্ত দেখতে চাইলেন না—তার বলে—কী বোল্লেন?

বিজয়া।—আহা কী কাণ্ডটাই হলো দেখো দিকি!—রাজ্যি নেবার নোভে কুমার রামকে রাজ্যি ভেরেষ্টো কোরলেন। তাতে কোরে নিজের কপালটা পুড়লো। আর দেশ সুদ্ধু নোকেরও সব্বোনাশ

হলো। রানীর দয়া-মায়া বোলতে কিচ্ছু নেই বোন—কিচ্ছু নেই।—পাপ—পাপ—পাপের কাজ কোরেছেন !

নন্দিনিকা।—ওলো আর শুনেছিস ? মন্ত্রিরা ওভিষেক করবার জন্যে ছাতা চামর তীর্থির জল টল সব নিয়ে গেছলো। সে সব-না ফেলে রেখে সেই-যে তপ করবার বনে রাম আছেন-মা—সেইখেনে কুমার চলে গেছেন।

বিজয়া।—[ বিষাদের সহিত ]
ওমা সত্যি ?—হ্যাঁলা এই এ্যামন কোরে চলে গেছেন কুমার ? নন্দিনিকা, তবে আয় দুজনে এ্যাকবার রানীকে দেখে আসিগে চল্।

[ দুজনে প্রস্থান করলে ]

॥ প্রবেশক ॥

[ তারপর রথে চেপে ভরত এলেন—সঙ্গে স্থত ও স্থমন্ত্র রয়েছেন ]

ভরত।—

স্বর্গে গেলে নরপতি লয়ে সাথে স্থকৃতি তাঁহার
আমি চলি মুনিদের উদার সে-তপস্যার বনে
দেখিবারে জগতের অন্য শশী—রাম নাম যাঁর।—
পৌরজন-অশ্রুরাশি অনুগামী হয় মোর সনে।

সুমন্ত্র।—এই-যে এই আয়ুষ্মান ভরত—

পুত্র ইনি দৈত্যরাজ-মান-ধ্বংসকারী নৃপতির।
পৌত্র তাঁর—যজ্ঞব্যয়ে নিয়োজিত হতো যাঁর ধন।
পিতার যে প্রিয়ংকর—জগতের প্রিয় যেই রাম
তাঁর ভ্রাতা, তাঁরই প্রদর্শিত পথে করেন গমন।

ভরত।—তাত সুমন্ত্র—

সুমন্ত্র।—এই-যে কুমার—এই-যে আমি।

কোথা জ্যেষ্ঠভ্রাতা মম পূজনীয় রাম?
মহারাজ-প্রতিনিধি—কোথায় সে জন?
উজ্জ্বল যে নিদর্শন ধৈর্যশালীদের।
প্রতিবাদ কৈকেয়ীর রাজ্যলুব্ধতার।
কোথায় সে যশের আধার?—কোথা তিনি
যোগ্যপুত্র নৃপতির—সত্য অনুরাগী?

যে ত্যজিল রাজলক্ষ্মী প্রীতিহেতু আমার মাতার
পরম দেবতা মোর—ইচ্ছা হয় তাঁরে দেখিবার।

সুমন্ত্র।—কুমার এই আশ্রমপদে—

সত্য শীল ভক্তি যেন হেথা—এই আশ্রমের মাঝে—
মহাযশ রাম সীতা লক্ষ্মণের মূর্তি ধরিয়াছে।

ভরত।—তাহলে রথ স্থাপন করো।

সূত।—যথা আজ্ঞা আয়ুষ্মান।

[ রথ স্থাপন করল ]

ভরত।—[ রথ হতে অবতরণ ক'রে ]
সূত, একটা নির্জন স্থানে অশ্বদের বিশ্রাম করাও।

সূত।—আয়ুষ্মান যেরূপ আজ্ঞা করছেন।
[ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

ভরত।—তাত, নিবেদন করুন-গে—নিবেদন করুন-গে।

সুমন্ত্র।—কুমার, কী নিবেদন করতে হবে?

ভরত।—রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসে উপস্থিত হয়েছে—এই কথা।

সুমন্ত্র।—কুমার, গুরুজনের অপবাদ প্রকাশ করবার প্রয়োজন কী?

ভরত।—সত্য। পরদোষ প্রকাশ করা ন্যায্য নয় বটে।
তাহলে বলুন—ইক্ষ্বাকুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ভরত দর্শন অভিলাষে এসেছে।

সুমন্ত্র।—কুমার, এও আমি বলতে পারব না।
আচ্ছা আমি সুধু ভরত এসেছে এই কথা বলছি।

ভরত।—না-না। কেবলমাত্র নাম বললে নিজেকে যেন অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত ব'লে মনে হবে। আচ্ছা অপরে-কি ব্রহ্মহত্যাকারীদের নাম নিজ মুখে জানায়? তাহলে থাক্ আপনি আর বলবেন না। আমি নিজেই নিজের নাম জানাব।

কে আছ গো—কে আছ?—পিতৃসত্য-পালক পূজনীয় রাঘবকে সংবাদ দাও তো—

নির্দয় কৃতঘ্ন নীচ দুঃসাহসী কিন্তু ভক্তিমান একজন দেখা করতে এসেছে।—সে দাঁড়াবে না চলে যাবে?

[ তারপর রাম প্রবেশ করলেন সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে ]

রাম।—[ শ্রবণ ক'রে সহর্ষে ]

সৌমিত্রি শুনতে পেয়েছ-কি?—বিদেহরাজপুত্রী—ওগো তুমি শুনলে?

পিতার কণ্ঠের মোর বড়ই সদৃশ যেন কার ওই স্বর?
মন্দ্রে পরাভবে যেন ঘন ঘোর মেঘের নিস্বনে।
অনাত্মীয় নয় কভু—এ-ধারণা জন্মাইয়া মনে
যে পশিল শ্রুতিপথে পরম স্নেহের সহ হয়ে প্রীতিকর।

লক্ষ্মণ।—আর্য, আমার নিকটেও-যে এই কণ্ঠস্বর পরম আত্মীয়জন-প্রাপ্য সম্মাননার দাবী করছে। এ-যে—

মত্ত বৃষভের স্নিগ্ধ কণ্ঠের যেন মধুর ধ্বনি।
নানা অক্ষরের যত যতনের ওই-যে আগমনী
উৎসারিছে কণ্ঠ বক্ষ পিছে, উচ্চারণ স্থান হতে,
শব্দধারার বেগ-সঞ্চার বন্ধন-হীন স্রোতে—
সুস্পষ্ট ধীর ঘন গম্ভীর অতি শ্রুতি-সুখকর।
হয় যেন মনে চাতুর্বর্ণ্য-গণে দিবে অভয় বর।

রাম।—এই কণ্ঠস্বর কোনোমতেই অ-বান্ধব জনের নয়। এ-যে আমার হৃদয়কে স্নেহরসে সিক্ত করছে। বৎস লক্ষ্মণ একবার দেখে এসো।

লক্ষ্মণ।—যে-আজ্ঞা আর্য। [ পরিক্রমণ করলেন ]

ভরত।—একি, কেউ আমার কথার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে না কেন?—কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসেছে—এই কথা ওরা জানতে পেরেছে না কি?

লক্ষ্মণ।—[ অবলোকন ক'রে ]

একি?—এ-যে আর্য রাম!

—না-না—কী অদ্ভুত রূপ-সাদৃশ্য!

অনুপম মুখকান্তি আর্যের মুখের আভা
মনোহর শশাঙ্কের মত।
এর পীন বক্ষখানা মোর জনকের সম
অসুরের শরেতে বিক্ষত।
অতিদ্যুতি পরিবৃত পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোরাশি
জগতের সুপ্রিয় দর্শন।
ইনি কি-গো নরপতি—অথবা দেবেন্দ্র ইনি?
স্বয়ং-কি শ্রীমধুসূদন?

[ সুমন্ত্রকে দেখে ]

এই-যে তাত সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র।—কুমার লক্ষ্মণ-যে!

ভরত।—তাই নাকি ?—তবে-তো ইনি আমার গুরুজন—পূজনীয়।

আর্য অভিবাদন করছি।

লক্ষ্মণ।—এসো—এসো। চিরজীবী হও।

[ সুমন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখে ]

তাত ইনি কে ?

সুমন্ত্র।—কুমার—

রাজা রঘু থেকে ইনি চতুর্থ পুরুষ।
অজ হতে তৃতীয়। আপনার সুপ্রসিদ্ধ
পিতা হতে দ্বিতীয়। যে কুলতিলক
রামের আপনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি
তাঁরই অনুজ—কুমার ভরত।

লক্ষ্মণ।—এসো—এসো ইক্ষ্বাকুকুমার–এসো। বৎস মঙ্গল হোক তোমার
দীর্ঘজীবী হও তুমি—

দৈত্যযুদ্ধে দক্ষ যিনি—ধনু যাঁর প্রতিযোগী হইত বজ্রের,
তুল্য যিনি—অনুপম বলবীর্যে—নিজ পূর্বপুরুষগণের,
সেই-যে নরেন্দ্র রঘু—যজ্ঞকর্মে নিঃশেষিত
হয়ে যেত ভাণ্ডার যাঁহার—
তাঁরি মতো হও তুমি–জগতের সর্ববিধ
দীপ্তিমান গুণের আধার।

ভরত।—অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্মণ।—কুমার এইখানে দাঁড়াও। তোমার আগমন-সংবাদ আর্য রামকে নিবেদন করি।

ভরত।—আর্য বিলম্ব না ক'রে এখনই তাঁকে অভিবাদন করবার ইচ্ছা হচ্ছে আমার। শীঘ্র নিবেদন করুন।

লক্ষ্মণ।—উত্তম। [ রামের নিকট উপস্থিত হয়ে ]
আর্যের জয় হোক। আর্য—

তব স্নেহাসক্ত ভ্রাতা—দয়িত ভরত
এসেছে। ওই-যে হোথা দাঁড়ায়ে অদূরে।
দেখে তারে ভ্রম হয়—মনে হয় যেন
তোমারই দেহের ছায়া পড়েছে মুকুরে।

রাম।—বৎস লক্ষ্মণ, কী বলছ—ভরত এসেছে না-কি ?

লক্ষ্মণ।—আর্য সত্যই তাই—ভরত এসেছে।

রাম।—মৈথিলী, ভরতকে দেখবার জন্য তোমার চোখ দুটিকে বেশ বিশাল ক'রে খোলো।

সীতা।—আর্যপুত্র, ভরত এলো নাকি ?

রাম।—মৈথিলী, হ্যাঁ—ভরত এসেছে—

আজ আমি ভালোরূপে পেরেছি বুঝিতে
করেছেন পিতা মোর কী দুষ্কর কাজ।
এই যদি ভ্রাতৃস্নেহ—তবে নাহি জানি
পিতার তনয়স্নেহ কিবা রূপ ধরে।

লক্ষ্মণ।—আর্য, কুমার কি ভিতরে আসবে?

রাম।—বৎস লক্ষ্মণ—এও-কি তুমি আমার ইচ্ছানুবর্তী করতে চাও? যাও, যথোপযুক্ত আদর ক'রে কুমারকে শীঘ্র ভিতরে নিয়ে এসো।

লক্ষ্মণ।—আর্যের যেরূপ আদেশ।

রাম।—আচ্ছা দেখো, তুমি থাকো—

শিশিরেতে পরিপূর্ণ নীলোৎপল-পত্র সম
চল চল আঁখি দুটি হতে
বরষিয়া ঝর ঝর হরষের অশ্রুবারি
ইনি যান আনিতে ভরতে।
উপযুক্ত সম্মাননা প্রদান করিতে তারে
ইনি নিজে করুন গমন—
তনয়েতে যেই ভাব মাতার হৃদয়ে রহে
সেই ভাব করি নিবেশন।

সীতা।—আচ্ছা, আর্যপুত্র যেরূপ আজ্ঞা করছেন।

[ উত্থিত হয়ে পরিক্রমণ ক'রে ভরতকে দেখে ]

ওমা এ-কী!—দেখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে আর্যপুত্রও বেরিয়ে এসেছেন-যে!

—না-না তা তো নয়।—আশ্চর্য রূপ-সাদৃশ্য!

সুমন্ত্র।—এই-যে বৌমা।

ভরত।—ইনিই সম্মাননীয়া জনক-রাজপুত্রী?

জনকের তপস্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,
হলের কর্ষণাঘাতে ক্ষেত্রমধ্য হ'তে উঠি
কান্তিপুঞ্জ হয়েছে এ-রমণীরতন ।

আর্যে অভিবাদন করছি—আমি ভরত ।

সীতা ।—[ মনে মনে ]
শুধু রূপে নয়—কণ্ঠস্বরও যেন তাঁরই ।
[ প্রকাশ্যে ]
বৎস চিরজীবী হও ।

ভরত ।—অনুগৃহীত হলেম ।

সীতা ।—এসো বৎস, ভ্রাতার মনোরথ পূর্ণ কর ।

সুমন্ত্র ।—কুমার ভিতরে প্রবেশ করুন ।

ভরত ।—তাত, আপনি এখন কী করবেন ?

সুমন্ত্র ।—আমি পরে প্রবেশ করব ।
নরপতির স্বর্গ গমনের পর
রামের সহিত এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ ।
মৃত্যু সংবাদ শোনাবার পর আমি যাব ।

ভরত ।—আচ্ছা তাই হোক ।
[ রামের নিকট অগ্রসর হয়ে ]
আর্য, প্রণাম করছি—আমি ভরত ।

রাম।—[ হর্ষের সহিত ]

এসো—এসো ইক্ষ্বাকুকুমার এসো। মঙ্গল হোক। দীর্ঘজীবী হও তুমি—

যুগল কপাট-বক্ষ প্রসারিত কর
বাঁধ মোরে সুবিপুল বাহু দুটি দিয়া।
শরদিন্দু সম ওই মুখ তুলে ধর
দুঃখ-দাবদগ্ধ দেহ দাও জুড়াইয়া।

ভরত।—অনুগৃহীত হলেম।

সুমন্ত্র।—[ নিকটে অগ্রসর হয়ে ]

জয়তু আয়ুষ্মান।

রাম।—হায় তাত—

পূর্বে যিনি অসুর-সমরে,
সহায়তাদানে সুরগণে—
দেবতার রথসম রথে করি আরোহণ
সহ আপনাব সৈন্যগণ,—
আর, যেই জন—ওই তিনি, ওই তিনি রবে
হইতেন বহুবার প্রশংসিত স্বর্গধামে গিয়া,
যে নরেন্দ্র দয়িত তোমার,
স্নেহশীল আছিলেন যিনি তব প্রতি,—
সম্প্রতি-কি সে-শ্রীমান দেহত্যাগ করি,
গিয়া সেই সুরপুরে, ছাড়িয়া তোমারে,
করিছেন উপভোগ সর্ব আনন্দেরে,
তাঁর পূর্ব পিতৃগণ—সেই সব রাজবৃন্দ সহ?

সুমন্ত্র।—[ শোকের সহিত ]

নরপতির মৃত্যু, আপনার প্রবাস গমন, ভরতের বিষাদ আর রাজকুলের অনাথ অবস্থা—এই সমস্ত অসহনীয় দুঃখ অনুভব ক'রে আমার দীর্ঘ-আয়ু গুণান্বিত না হয়ে যেন বহু অপরাধ-দুষ্ট হয়েছে।

সীতা।—তাত, আর্যপুত্র একেই কাঁদছেন—আপনি তাঁকে আরও কাঁদালেন-যে!

রাম।—মৈথিলী, আমার শোক—এই আমি দমন করছি। বৎস লক্ষ্মণ জল—জল আনো-তো।

লক্ষ্মণ।—যে-আজ্ঞা আর্য।

ভরত।—আর্য এ-তো ন্যায্য হলো না। বয়সের ক্রম অনুসারে শুশ্রূষা করাই উচিত। আমিই যাচ্ছি।

[ কলস লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ ]

এই নিন জল।

রাম।—[ মুখ প্রক্ষালন ক'রে ]

মৈথিলী, লক্ষ্মণের সেবার কাজ এবার তা-হলে সংক্ষিপ্ত-আকার হয়ে গেল।

সীতা।—আর্যপুত্র তা-কেন?—এরও-তো কর্তব্য আপনার শুশ্রূষা করা।

রাম।—আমার শুশ্রূষা—লক্ষ্মণের এইখানে থেকেই করা সুষ্ঠু হবে। আর ভরত সেইখানে থেকেই করুক।

ভরত।—আর্য প্রসন্ন হোন—

কর্ম-মাঝে রব সেথা—দেহ এই স্থানে,
রাজ্যরক্ষা সম্পাদন হবে তব নামে।

রাম।—বৎস কৈকেয়ী-দুলাল—তা-তো হয় না—

পিতার আদেশে বৎস, এসেছি এ-বনে
বিভ্রমে বা ভয়ে নয়, দর্পে নয় মম।
মোদের কুলের সবে ধনী সত্য-ধনে
নিম্নপথে কেন যাবে বলো তব মন?

সুমন্ত্র।—তা-হলে এ অভিষেক-বারি এখন কাহাকে দেওয়া হবে?

রাম।—আমার মাতা যাহাকে দিতে আদেশ করেছেন—অবশ্য তাহাকেই দেওয়া হবে।

ভরত।—আর্য প্রসন্ন হোন। এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এখন আর আঘাত করবেন না—

হে সুন্দর গুণাধার, প্রসূত হয়েছ
তুমি যেই বংশ হতে, সেই বংশে নহে
কি-গো আমারও জনম? স্থিরবুদ্ধি পিতা
তব আমারও জনক। পুরুষ সুন্দর,
মাতৃকৃত দোষ কভু নাহি স্পর্শ করে
পুত্রদেহে। আর্ত এ-ভরতে, হে বরদ,
দেখ তার যথাযথ প্রকৃত স্বরূপে।

সীতা।—আর্যপুত্র, ভরত অতি করুণভাবে প্রার্থনা করছে। কী এখন চিন্তা করছেন আপনি?

রাম।—মৈথিলী, পরলোকগত সেই নরপতির কথাই চিন্তা করছি। তিনি পুত্রের এই বিশিষ্ট গুণ সকল দেখে যান নি। এই পৃথিবীতে এমন গুণনিধিকে পেয়েও যদি পুরুষোত্তম কেউ বিধিকর্তৃক বিপন্ন হন তা হলে ধিক্ ধিক্ সেই বিধিকে!

বৎস, কৈকেয়ী-দুলাল—

সত্য সত্য পরিতুষ্ট করিয়াছ মোরে।
নাহিক কালিমা কিছু তোমার হৃদয়ে।
বশানুগ হইলাম তোমার বাক্যের।
তোমার ও-গুণরাশি জয় করি নিল
মোরে। কিন্তু এ-যে আজ্ঞা নৃপতির—কভু
যুক্ত নহে পরিণত করিতে মিথ্যায়।
আর, দিয়া জন্ম তব তুল্য সন্তানেরে
মিথ্যাবাদী হবেন-কি জনক তোমার?

ভরত।—

ওই-যে সুব্রত তব সত্যপালনের
যতদিন ধরি নাহি অবসান হয়—
ওহে নরনাথ, আমি তব চরণের
সমীপে রহিব—জেনো এ-মোর নিশ্চয়।

রাম।—

কখনও এরূপ তুমি কোরোনা মনন
সুকৃতির বলে সিদ্ধি লভুন নৃপতি।
তুমি যদি নিজ রাজ্য না কর রক্ষণ
আমার শপথ তবে লাগে তব প্রতি।

ভরত।—হায় হায় এ-কথার আর কোনও উত্তর নেই-যে!—আচ্ছা তাই হোক।

আমি কিন্তু একটি অঙ্গীকার-বন্ধনে আপনার ঐ রাজ্য পালন করব।

রাম।—বৎস কী সেই অঙ্গীকার?

ভরত।—আমার হস্তে ন্যস্ত আপনার রাজ্য চতুর্দশ বৎসরান্তে পুনরায় আপনি গ্রহণ করবেন—এই অঙ্গীকার।

রাম।—আচ্ছা, তাই হবে।

ভরত।—আর্য লক্ষ্মণ, আপনি শুনলেন?
আর্যে, আপনি শুনলেন?
তাত, আপনিও শুনলেন?

সকলে।—হাঁ আমরা সকলেই শুনলেম।

ভরত।—আর্য, অন্য আর একটি বর প্রার্থনা করি।

রাম।—বলো বৎস কী তোমার ঈপ্সিত? আমি তোমাকে কী দেবো?—
তোমার কোন প্রিয়কার্য করব আমি?

ভরত।-

ওই-যে পাদুকা দুটি তোমার চরণে পরা
দাও এই শিরে মোর—প্রণামে নত।
ওদেরই অধীন হয়ে ৺ রব আমি ততদিন
যতদিন নহে শেষ তোমার সুব্রত।

রাম।—[ স্বগত ]
অপূর্ব!—
আমি সুদীর্ঘ কাল ধরে সামান্য মাত্র
যশ অর্জন করেছি। ভরত আজ অতি
অল্প সময়েতেই মহান কীর্তি সঞ্চয় করলে।

সীতা।—আর্যপুত্র দিন-না আপনি ভরতের এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাটি পূর্ণ ক'রে

রাম।—আচ্ছা তাই হোক।
বৎস. গ্রহণ কর।

[ পাদুকা-যুগল প্রদান করলেন ]

ভরত।—অনুগৃহীত হলেম।

[ পাদুকা দুটি গ্রহণ ক'রে ]

আর্য এর উপরেই অভিষেক-বারি প্রদানের ইচ্ছা আমার।

রাম।—তাত, ভরতের যাহা যাহা মনোভিলাষ সে-সকল পূর্ণ করুন।

সুমন্ত্র।—যথা আজ্ঞা আয়ুষ্মান।

ভরত।—[ আপনার মনে মনে ]

কী আনন্দ—কী আনন্দ—

আজ আমি শ্রদ্ধাপাত্র স্বজনগণের।
প্রিয় আমি আজ পুরবাসীদের। পারি
আমি রহিবারে সকলের দৃষ্টিপথ-
আগে। শীলান্বিত পুত্র আমি—প্রিয় আমি
পরলোকগত সেই মোর জনকের।
গুণশালী ভ্রাতৃগণ-মাঝে আজ আমি
লভিলাম সমাদর—যশের ভাজন
হয়ে। আলাপের কথাশ্রয় গুণবান
ব্যক্তিদের। আর করেছেন ইষ্টলাভ
যাঁরা—আমি তাঁহাদের প্রিয়পাত্র আজ।

রাম।—বৎস ভরত, রাজ্য পরিচালন-কার্য এমন ব্যাপার যে তাকে মুহূর্ত মাত্র উপেক্ষা করা যায় না, তাই কুমার তুমি আজই বিজয়-যাত্রায় প্রতিনিবৃত্ত হও।

সীতা।—ওমা, আজই কুমার ভরত ফিরে যাবে!

রাম।—অতি-স্নেহ এ-ক্ষেত্রে উচিত নয়। আজই যাত্রা কর কুমার।

ভরত।—আর্য আজই আমি যাচ্ছি—

তোমারে দেখিতে পাবে এই আশা নিয়ে
রহিয়াছে অযোধ্যার পুরবাসিগণ।
এ-প্রসাদ যা-পেলেম তাই দেখাইয়ে
প্রীত করি দিব আমি তাহাদের মন।

সুমন্ত্র।—আয়ুষ্মান, আমার এখন কী কর্তব্য ?

রাম।—তাত, মহারাজের মতন যত্নে কুমারকে পরিপালন করুন।

সুমন্ত্র।—যদি জীবিত থাকি তবে সেই চেষ্টাই করব।

রাম।—বৎস কৈকেয়ী-দুলাল, আমার সমক্ষে রথে আরোহণ কর।

ভরত।—আর্য যেরূপ আজ্ঞা করছেন।

[ উভয়ে রথে আরোহণ করলেন ]

রাম।—মৈথিলী এসো এই দিকে। বৎস লক্ষ্মণ এসো। অন্তত আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত আমরা ভরতের অনুগমন করব।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ ইতি চতুর্থ অঙ্ক ॥

## ॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

[ তারপর সীতা ও একজন তাপসী প্রবেশ করলেন ]

সীতা।—আর্যে, পূজার নির্মাল্যরাশি ছড়ানো আশ্রম-গৃহতল এখন সম্মার্জিত হয়েছে। এ স্থানে যাহা যাহা জন্মায় সেই সকল সামগ্রী-বৈভবে দেবসেবা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তা যে-পর্যন্ত আর্যপুত্র না আসেন ততক্ষণ জলসিঞ্চনে এই শিশুতরুগুলির তৃপ্তিসাধন করি।

তাপসী।—তোমার এই অনুষ্ঠান বিঘ্নবিহীন হোক।

[ তারপর রাম প্রবেশ করলেন ]

রাম।—[ শোক সহকারে ]

এসেছিল ভরত-যে আমার নিকটে
লয়ে মোর তরে অভিষেক-দ্রব্যরাশি,
ত্যজিয়া অযোধ্যাপুরী—যেথা নাই আর
মহাগুরু পিতৃদেব মোর। যেথা হতে
আমিও-যে এসেছি চলিয়া। ফিরাইয়া
পাঠায়েছি সে-গুণনিধিরে রক্ষা তরে
রাজপাট। সহিতেছে হায় কত কষ্ট,
সুমহান রাজ্যভার একা বহি শিরে!

[ চিন্তা ক'রে ]

এই রকমই হয়। যাক্, এখন এই শোক বিনোদনের জন্য আমার সকল সুখ-দুঃখের সহচরী মৈথিলীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করি। কিন্তু কৈ—মৈথিলী এখন আবার গেলেন কোথায় ?

[ পরিক্রমণ করবার পর অবলোকন ক'রে ]

এই-যে এই সদ্য-নিষিক্ত-বারি তরুমূলগুলি জানিয়ে দিচ্ছে মৈথিলী নিকটেই আছেন। কেন-না—

ঘুরিছে যে-জল ওই    বৃক্ষমূল আলবালে
আলোড়নে এখনও ফেনিল,
তৃষার্ত পাখিরা নামি    তাহা না করিছে পান
দেখে তায় কর্দমে আবিল।
বিবর পূরেছে জলে    কীট কত আর্দ্রদেহে
চলিতেছে উচ্চ ভূমি পানে।
জলক্ষয়-রেখা গুলি    তরুমূল ঘিরে রয়—
বলয়ের নবচিহ্ন-দানে।

[ অবলোকন ক'রে ]

ঐ-যে ঐ বৈদেহী রয়েছেন। আহা কী কষ্ট !—

যে হস্তও হতো শ্রান্ত ধরিতে দর্পণে
সে হস্তের ক্লেশ নাহি বহিতে কলস।
আহা সুকুমারী নারী, লতিকার সনে
কঠিনতা পায়, লভি বনের পরশ।

[ নিকটে অগ্রসর হয়ে ]

মৈথিলী তোমার আশ্রমচর্যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে-তো ?

সীতা।—ওমা আর্যপুত্র-যে! জয় হোক আর্যপুত্রের।

রাম।—মৈথিলী, তোমার পুণ্যকর্মের যদি কোনোরূপ বিঘ্ন না হয় তাহলে একবার বসো-না এইখানে।

সীতা।—আর্যপুত্র যেরূপ আজ্ঞা করেন।

[ উপবেশন করলেন ]

রাম।—মৈথিলী, তোমার মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন তুমি একটা উত্তর প্রার্থনা করছ। কী বলতো—কী জিজ্ঞাসা তোমার ?

সীতা।—আর্যপুত্রের মুখচ্ছবি দেখে মনে হয় যেন তিনি শোকে শূন্য হৃদয় হয়েছেন—কী হয়েছে ?

রাম।—মৈথিলী, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ—

কৃতান্তের শল্যের আঘাতে যেই ক্ষত
উৎপাদিত হয়েছে এ-হৃদি মাঝে মোর,
রয়েছে-তা পূর্বেরই মতন। নানারূপ
সূচীমুখ শোক-শরাঘাত সেই স্থানে
বার বার হতেছে পাতিত পুনরায়।

সীতা।—আর্যপুত্রের সন্তাপ কীসের জন্য ?

রাম।—

আগামী কল্য পূজনীয় পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিবস। পিতৃগণ বিশেষ বিশেষ বিধি সহকারে শ্রাদ্ধান্নদান-কর্মে তৃপ্তি অভিলাষ করেন। তাই কীরূপে এ-কার্য সম্পাদন করব এই চিন্তাই মনে উদিত হচ্ছে।

অথবা—

যে-কোনো রূপেই করি শ্রাদ্ধ সম্পাদন
পিতৃগণ লভিবেন তুষ্টি তাহাতেই।
এই-যে দুর্দশা মোর রহি এইস্থানে
জানেন-তা সে-সকল অবশ্যই তাঁরা।
তবু ইচ্ছা হয় অবস্থার অনুরূপ
করিবারে পূজা।—উপযুক্ত সম্মাননা
হয় যাহে আমার ও আমার পিতার।

সীতা।—শ্রাদ্ধ করবে ভরত মহার্ঘ বস্তু সমূহ দিয়ে। আর আর্যপুত্র করবেন তাঁর অবস্থার অনুরূপ ফল আর জল দিয়ে। সেই সকলই পিতার অতিশয় আদরণীয় হবে।

রাম।—মৈথিলী—

আমার স্বহস্তে রাখা ফলমূল দেখি
সজ্জিত কুশের'পরে—স্মরণ করিয়া
এই বনবাস-কথা—সেখানেও পিতা
মোর করিবেন জানি—অশ্রুধারাপাত।

[ তারপর পরিব্রাজক বেশে রাবণ প্রবেশ করলেন ]

রাবণ।—এই যে—

আত্মা মোর বশে আর নাহি আপনার।
খরে বধ করি বৈরী হয়েছে আমার
জিতেন্দ্রিয় রাম। তাই এ-বেশ ধরিয়া
চলিতেছি আমি। ইচ্ছা—তাহারে বঞ্চিয়া
জনক রাজার কন্যা করিব হরণ,
অশুদ্ধ মন্ত্রেতে ঢালা আহুতি যেমন।

[ পরিক্রমণ করবার পর নিম্নে অবলোকন ক'রে ]

ঐ-টা দেখছি রামের আশ্রমপদের প্রবেশদ্বার। তা-হলে এইখানেই অবতরণ করি।

[ অবতরণ করণ ]

এখন আমিও অতিথির মতন আচরণ করব।—

অহম্ অতিথিঃ।—কোঽত্র ভোঃ

রাম।—[ শ্রবণ ক'রে ]

স্বাগত হে অতিথি প্রবর।

রাবণ।—বাঃ! যেমন বেশ ধরেছি গলার স্বরটাও ঠিক তার জুড়িদার হয়ে লাগসৈ হয়েছে।

রাম।—[ অবলোকন ক'রে ]

এই-যে ভগবান্। ভগবন্, অভিবাদন করছি।

রাবণ।—স্বস্তি। মঙ্গল হোক।

রাম।—ভগবন্, এই আসন। উপবেশন করুন।

রাবণ।—[ আপনার মনে মনে ]

ওঃ যেন আজ্ঞা দিচ্ছেন আমাকে !

[প্রকাশ্যে]

উত্তম। [উপবেশন করলেন]

রাম।—মৈথিলী, ভগবানের জন্য পাদ্য আনো।

সীতা।—আর্যপুত্রের যে-আজ্ঞা।

[ বহির্গমনের পর পুনরায় প্রবেশ ক'রে ]

এই জল।

রাম।—পূজ্য ভগবানের সেবা কর।

সীতা।—যথা আজ্ঞা আর্যপুত্র।

রাবণ।—[ স্ব-রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে ]

থাক্—থাক্—

পৃথিবীতে একমাত্র ইনি অরুন্ধতী
মানবীর মাঝে—সবে এই কথা কয়।
ইনি ওঁর স্বামী—এই বলি নারীগণ
সসম্মানে আপনার দেয় পরিচয়।

রাম।—তা হলে আসো—আমিই সেবা করব।

রাবণ।—অয়ে, ছায়া পরিহার করিয়া শরীরকে লঙ্ঘন করিব না। সূনৃত বচনের দ্বারা সেবাও অতিথি-সৎকার। আমি পূজিত হইয়াছি। উপবেশন করুন।

রাম।—যে আজ্ঞা। [ উপবেশন করলেন ]

রাবণ।—[ আপনার মনে মনে ]
এখন আমি ব্রাহ্মণদের মতই আচরণ করব।
[ প্রকাশ ক'রে ]
ভোঃ আমি কাশ্যপগোত্র। সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, মানবীয় ধর্মশাস্ত্র, মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র, বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র, মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র আর প্রচেতা-প্রণীত শ্রাদ্ধকল্প অধ্যয়ন করিয়াছি।

রাম।—কী-কী—শ্রাদ্ধকল্প?—শ্রাদ্ধকল্প?

রাবণ।—অন্য সমস্ত শাস্ত্রগুলিকে অনাদর করিয়া শ্রাদ্ধকল্পে আগ্রহ দেখাইতেছেন—ইহার কারণ কী?

রাম।—ভগবন্, পিতৃহারা হয়ে উহাই এখন আমার জ্ঞাতব্য শাস্ত্র।

রাবণ।—ভালো, পরিহারের প্রয়োজন নাই—আপনি প্রশ্ন করুন।

রাম।—ভগবন্, শ্রাদ্ধকালে কী প্রদান ক'রে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিসাধন করব ?

রাবণ।—সর্বং শ্রদ্ধয়া দত্তং শ্রাদ্ধম্। শ্রদ্ধা সহকারে যাহা কিছু প্রদান করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ।

রাম।—ভগবন্, অবজ্ঞার দান পরিত্যক্ত হয় বটে কিন্তু বিশেষ ভাবে কোন্ বস্তু আদৃত হবে ইহা জানবার জন্যই আমার প্রশ্ন।

রাবণ।—শ্রবণ করুন। শাখাহীন তৃণজাতীয় যা-উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে—দর্ভ। ওষধিসকলের মধ্যে—তিল। শাকের মধ্যে—কলায়। মৎস্য সকলের মধ্যে—মহাশফর। পক্ষিগণের মধ্যে—বার্ধ্রাণস। পশুগণের মধ্যে—গো অথবা খড়্গী প্রভৃতি। মনুষ্যের পক্ষে এইগুলিই বিহিত হইতেছে।

রাম।—ভগবন্, অথবা শব্দটিতে বুঝিতেছি-যে আরও কিছু আছে।

রাবণ।—আছে—কিন্তু উহা পরাক্রমলভ্য।

রাম।—ভগবন্, তবে-তো উহা সংগ্রহেই আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

ইহার সাধনে আছে দুই পন্থা মম—
শরাসন কিংবা মম তপস্যার বল।
অসাধ্য হইলে তপ—ক্ষাত্রতেজ ধনু।

রাবণ।—আছে—তাহারা হিমালয় পর্বতে বাস করে।

রাম।—হিমালয় পর্বতে ?—তারপর—তারপর ?

।—ইহারা মৃগ। নাম কাঞ্চনপার্শ্ব। হিমালয় পর্বতের সপ্তম শৃঙ্গে বাস করে। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ বৈদূর্যমণির ন্যায় শ্যামল। গমনবেগ পবনতুল্য। ইহারা প্রত্যক্ষ স্থাণু মহেশ্বরের শির হইতে পতিত গাঙ্গ-বারি পান করে। বৈখানস বালখিল্য অথবা নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের চিন্তামাত্রই উপস্থিত হইয়া আপন আপন দেহপাত করিয়া শ্রাদ্ধকার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে।—

এই মৃগমাংস দিয়া করিলে তর্পণ
পুত্রপ্রাপ্তি-ফল লাভ করে পিতৃগণ।
জরাদোষ তেয়াগিয়া দীপ্যমান হয়ে
স্বর্গপুরী'পরে সবে করে আরোহণ।
প্রাপ্ত হয় সকলেই অমর সমান
বাস করিবার তরে স্বর্গীয় বিমান।
বিষয়-প্রপঞ্চ আর স্বীয় বলে টানি
জনম-মরণ-চক্রে ঘোরায় না আনি।

রাম।—মৈথিলী-

যাহাদের সনে তব হয়েছে প্রণয়
সেই লতা-সখী আর বিন্ধ্যারণ্য পাশ,
বৃক্ষ, মৃগগণ—যারা পাতানো তনয়,
তাহাদেরও কাছে কর বিদায়-সম্ভাষ।
মণ্ডিত ওষধি-দীপ্তি হিমগিরি বন
আমাদের বাস ভূমি হবে সে-কানন।

সীতা।—যে আজ্ঞা আর্যপুত্র।

রাবণ।—কৌসল্যা-কুমার, এ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা করিও না। মনুষ্যেরা ইহাদের দর্শন পায় না।

রাম।—ভগবন্, এরা হিমালয় পর্বতে বাস করে-তো ?

রাবণ।— হ্যাঁ—করিয়া থাকে।

রাম।—তবে আপনি দেখুন—

স্বর্ণমৃগে দেখাইবে মোরে হিমবান্।
অন্যথায় মোর বাণে, রন্ধ্র হবে মধ্যে তার,
দশা হবে সেই ক্রৌঞ্চপর্বত সমান।

রাবণ।—[ মনে মনে ]
অহো, অসহ্য এর দর্প !

রাম।—[ দূরে অবলোকন ক'রে ]
একি বিদ্যুৎ সম্পাতের মতো কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো !

রাবণ।— কৌসল্যা-কুমার,এই স্থানেই হিমালয় আপনাকে পূজা করিতেছেন —উহাই কাঞ্চন-পার্শ্ব।

রাম।— ভগবন্, এ আপনারই প্রভাব।

সীতা।— আর্যপুত্রের কী সৌভাগ্য !

রাম।—না-না—

এ যদি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়ে থাকে তা-হলে সে আমার পিতার সৌভাগ্য-সূত্রেই হয়েছে। এ-মৃগ পিতৃপূজায় প্রদানেরই উপযুক্ত। মৈথিলী লক্ষ্মণকে এ-বিষয়ে বলো।

সীতা।—আর্যপুত্র, তীর্থযাত্রা হতে কুলপতি ফিরে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাও—এই আদেশ দিয়ে আপনি সৌমিত্রিকে পাঠিয়েছেন-যে।

রাম।—তা-হলে আমিই যাচ্ছি।

সীতা।—আর্যপুত্র, আমি এখন কী করব?

রাম।—এই পূজনীয় অতিথির সেবা কর।

সীতা।—যথা আজ্ঞা আর্যপুত্র।

[রাম নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন]

রাবণ।—ঐ-যে রাঘব অর্ঘ্য হাতে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে চলেছে। এবার পূজা-উপহার উপেক্ষা করেই হরিণটা ছুটেছে দেখে রাঘব ধনুকে শর যোজনা করছে।

অহো কী সামর্থ্য শৌর্য ধৈর্য গতিবেগ
রাম—মাত্র দুইটি অক্ষরে, জগৎ-যে
হইয়াছে ব্যাপ্ত—তাহা উপযুক্ত বটে।

ঐ-যে হরিণটা এক লাফে তীরের পাল্লার বাইরে গিয়ে নিবিড় বনে ঢুকল !

সীতা ।—[ মনে মনে ]

আর্যপুত্র এখানে নেই—আমার মনের ভিতর যেন কেমন ভয় জেগে উঠছে !

রাবণ ।—[ মনে মনে ]

অপসৃত হলো রাম ছলনে আমার ।
একাকী ক্রন্দনরতা তরুণী সীতারে
হরণ করিব আমি তপোবন হতে—
মন্ত্র-উচ্চারণ-হীন আহুতির মতো ।

সীতা ।—আমি এবার কুটিরের ভিতরে যাই ।

[ প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন ]

রাবণ ।—[ স্ব-রূপ ধারণ ক'রে ]
সীতা, থামো—দাঁড়াও

সীতা ।—[ সভয়ে ]
ও মাগো—এ আবার কে !

রাবণ ।—জাননা কি ?

শূর্পণখে দেখিলাম—করিয়াছে তারে
বিকৃতবদনা। খর, দূষণ দোঁহারে
শুনিলাম করিয়াছে বধ। দর্প মনে—
তুলনীয় নহি আমি আর কারো সনে।
সে দুর্মতি রামে আজ প্রলোভি ছলনে
হরিব তোমারে ওগো বিশাল-নয়নে।
হয়েছে নির্জিত সুর ও দানবগণ,
ইন্দ্র আদি যার রণে—আমি সে রাবণ।

সীতা।—ও মাগো—রাবণ না কি?

[প্রস্থান করিতে উদ্যত হলেন]

রাবণ।—হুঁ—রাবণের দৃষ্টিতে পড়েছ—যাবে কোথায়?

সীতা।—আর্যপুত্র পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন! সৌমিত্রি রক্ষা করো—রক্ষা করো!

রাবণ।—সীতা, শোনো আমার পরাক্রম—

ভেঙেছি ইন্দ্রের দর্প—বিত্তনাথ কাঁপে মোর ডরে।
চন্দ্রের ঘটেছে চ্যুতি—শমন মর্দিত মোর করে।
যেই স্থানে করে বাস ভয়ে ভীত দেবগণ
আমি দেই সে-স্বর্গেরে ধিক্।
তুমি যেথা আছ সীতা সেই মর্ত্যভূমি ধন্যা
সে হয়েছে স্বর্গেরও অধিক।

সীতা।—আর্যপুত্র পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন। সৌমিত্রি রক্ষা করো—রক্ষা করো আমাকে।

রাবণ।—

শরণ-প্রার্থিনী হও রাম-লক্ষ্মণের
অথবা স্বর্গস্থ নৃপ দশরথ-কাছে—
তব বৃথা কাকুতিতে, উদ্দেশ করিয়া
ওই যত বলহীন পুরুষ সকলে,
কী মোর ঘটিবে?—কভু মৃগশিশুগণ
পারে নাকো শার্দুলেরে করিতে ধর্ষণ।

সীতা।—আর্যপুত্র পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন। সৌমিত্রি আমাকে রক্ষা করো—রক্ষা করো।

রাবণ।—কেন হেন করিছ বিলাপ তুমি বিশাল নয়না?
তব আর্যপুত্র সম মোরে তুমি কর-গো গণনা।
সুরলোকবাসী নিয়ে হয় যদি বহু বলে স্থিত
পারিবে না রাম তবু করিবারে মোরে পরাজিত।

সীতা।—[সরোষে]

শাপ দিলুম।

রাবণ।—

অহহ—আহা পতিব্রতার তেজ!

যে-আমি পুড়িনি ওই খর সূর্য-তাপে
আকাশ পানে বেগে উঠে। শাপ দিলুম
এ-দুটো কথায় হচ্ছি এই-যে ছাই!

সীতা।—আর্যপুত্র, পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন।

রাবণ।—[সীতাকে গ্রহণ করিয়া]

ওহে জনস্থানবাসী তপস্বিনিচয়—শোন শোন তোমরা সকলে—

দশগ্রীব আমি, বলে লয়ে যাই সীতা
হরণ করিয়া। যত্তপি রামের থাকে
আত্মশ্লাঘা ক্ষত্রিয় বলিয়া—দেখাক সে
নিজ পরাক্রম—উদ্ধার করিতে তারে।

সীতা।—আর্যপুত্র, পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন।

রাবণ।—[ পরিক্রমণ এবং অবলোকন ক'রে ]

এই-যে ডানা দুটোর ঝাপটের বাতাসে ঝড় তুলে বড়ো গাছ-গুলোকে নুইয়ে মুচড়ে আলোড়িত ক'রে প্রচণ্ড-চঞ্চু জটায়ু বেগে এদিকে আসছে—আঃ দাঁড়া-তো এখন—

হাতের টানেতে মোর নিস্ত্রিংশ বাহির হয়ে
পক্ষ দুটো করিবে শাতন।
সেই ক্ষত-রক্তধারে ভিজাইয়া গাত্র তোর
পাঠাইব শমন-সাদন।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ ইতি পঞ্চম অঙ্ক ॥

## ॥ ষষ্ঠ অঙ্ক ॥

[ তারপর দুজন বৃদ্ধ তাপস প্রবেশ করলেন ]

উভয়ে।—আপনারা পরিত্রাণ করুন—পরিত্রাণ করুন।

প্রথম।—দেখাইয়া অঙ্গকান্তি—যেন এক নীলোৎপল মালা
হাস্যে বিকসিয়া দন্তে মৃণালের শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতি
নিশাচর পশু যথা হরণ করয়ে মৃগবালা—
তেমতি লইয়া সীতা ওই যায় নিশাচর-পতি।

দ্বিতীয়।—ঐ-যে, ঐ মাননীয়া বৈদেহী—
ভুজঙ্গ-অঙ্গনা মত করেন প্রয়াস কত
পুষ্পময়ী লতা যেন কাঁপিছেন বার-বার
পাপী দশানন তাঁরে হরণ করিছে বলে—
তপোবন হ'তে যেন সিদ্ধফল তপস্যার।

উভয়ে।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন আপনারা—

প্রথম।—[ ঊর্ধ্বে অবলোকন ক'রে ]
এই-যে প্রায় আমাদের বলার সঙ্গে সঙ্গেই, যেন দশরথের ঋণ পরিশোধের জন্যেই—আমি উপস্থিত থাকতে কোথায় যাবি তুই—এই ব'লে রাবণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ক'রে অন্তরিক্ষে জটায়ু উড্ডীন হয়েছেন।

দ্বিতীয়।—এই দেখো রোষে আঘূর্ণিত-চক্ষু রাবণ ফিরে এলো।

প্রথম।—ঐ-যে রাবণ।

দ্বিতীয়।—ঐ-যে জটায়ু।

উভয়ে।—সর্বনাশ, আকাশেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল-যে!

প্রথম।—কাশ্যপ—কাশ্যপ দেখো দেখো ক্রব্যাদীশ্বর গৃধ্ররাজের কী সামর্থ্য!

শৌর্যধন-দ্বন্দ্বযুদ্ধে যুঝিছেন আঘাতিয়া দুই পাখসাট।
ধরিবারে চাহে দৃঢ়ে ঘেরি তীক্ষ্ণ খরস্পর্শ চঞ্চুপুট দিয়া।
লৌহের কণ্টকসম তীক্ষ্ণ নখে বিদারিছে বক্ষ সুবিরাট—
শৈলে যেন বজ্রপাত চিরে দেয় শিলাখণ্ডে বন্ধুর করিয়া।

দ্বিতীয়।—হায়—হায়, ক্রুদ্ধ রাবণের তরবারি-আঘাত গৃধ্ররাজের দক্ষিণ স্কন্ধেই পতিত হলো!

উভয়ে।—ধিক্—ধিক্, মহামান্য জটায়ু ভূমিতে পতিত হলেন।

প্রথম।—কী কষ্ট!—এই পূজ্য জটায়ু—

নিজ বীর্য অনুরূপ প্রকাশিয়া সামর্থ্য প্রচুর—
শক্ররে না গণি মনে—সে যেন-গো খেলার ময়ূর
নিশাচরপতির ও-দীপ্ততেজ করিয়া হেলন
হলো মৃত্যু—গজপতি-শুণ্ডে-ভগ্ন বৃক্ষের মতন।

উভয়ে।—ওঁর স্বর্গলাভ হোক।

প্রথম।—কাশ্যপ, এসো আমরা যাই। এই বৃত্তান্ত মাতৃবর রাঘবের নিকট নিবেদন করি-গে চলো।

দ্বিতীয়।—অবশ্য—অবশ্য। ইহা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ বিষ্কম্ভক ॥

[ তারপর কাঞ্চুকীয় প্রবেশ করলেন ]

কাঞ্চুকীয়।– কে এখানে-গো?—এই কাঞ্চনতোরণদ্বার রক্ষাকার্যে কে রয়েছেন-গো?

প্রতিহারিণী।– [ প্রবেশ ক'রে ]

আর্য, আমি বিজয়া—কী করতে হবে?

কাঞ্চুকীয়।—বিজয়ে, নিবেদন করুন-গে—নিবেদন করুন-গে কুমার ভরতকে—রামের সহিত সাক্ষাতের জন্য সুমন্ত্র-যে জনস্থানে গিয়েছিলেন তিনি প্রত্যাগত হয়েছেন।

প্রতিহারিণী।—আর্য, তাত সুমন্ত্র কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছেন-তো?

কাঞ্চুকীয়।—দেখুন, আমি তা জানি না।

শুকায়ে গিয়াছে মুখ, জ্বলে বুকে শোকের অনল।
তাঁর ফিরে আসা দেখি, মন মোর হয়েছে বিকল।

প্রতিহারিণী।—আর্য, এ-কথা শুনে আমারও হৃদয় যেন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠল-যে।

কাঞ্চুকীয়।—আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? শীঘ্র গিয়ে নিবেদন ক'রে আসুন।

প্রতিহারিণী।—আর্য, এই এখনই আমি নিবেদন করতে যাচ্ছি।

[ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

কাঞ্চুকীয়।— [ অবলোকন ক'রে ]

এই-যে মান্যবর কুমার ভরত, সুমন্ত্রের আগমন-সংবাদ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে এই দিকেই আসছেন। ওঁর পরিধানে রয়েছে চীর বল্কল! মস্তকে বিচিত্র পিঙ্গল জটাজূট!

এই-যে ইনি—

বিখ্যাত যাঁর সদ্‌গুণরাজি, শত্রুর যিনি মৃত্যু-সমান।
সূর্যবংশ-তিলক সদৃশ, ইন্দ্রের মতো প্রায় গরীয়ান্।
ভায়ের আজ্ঞা মানিয়া রক্ষা করিছেন যিনি সারা ভুবন।
গমন-ভঙ্গী করি-শিশু সম শ্রীমান্—অতি উদার মন।

[ তারপর ভরত প্রবেশ করলেন সঙ্গে প্রতিহারিণী ]

ভরত ।—বিজয়ে, মান্যবর সুমন্ত্র এসেছেন না-কী ?

গিয়াছিনু পূর্বে আমি জ্যেষ্ঠে মোর দেখিবার আশে।
লভিয়া প্রসাদ আর পেয়ে প্রতিশ্রুতি তাঁর পাশে
ফিরেছিনু। এসেছেন পূজ্য সুমন্ত্র-কি এই ধামে
হেরি রামে—প্রজাগণ-হৃদি-মন-নয়নাভিরামে ?

কাঞ্চুকীয় ।—[ নিকটে অগ্রসর হয়ে ]
কুমারের জয় হোক।

ভরত ।—মান্যবর সুমন্ত্র এখন কোথায় রয়েছেন ?

কাঞ্চুকীয় ।—ঐ কাঞ্চন-তোরণদ্বারে।

ভরত ।—তাঁকে এখনই অভ্যন্তরে আনুন।

কাঞ্চুকীয় ।—যে আজ্ঞা কুমার।

[ প্রতিহারিণী ও কাঞ্চুকীয় নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন ]

[ তারপর সুমন্ত্র প্রবেশ করলেন—সঙ্গে প্রতিহারিণী ]

সুমন্ত্র ।—[ শোকের সহিত ]
কষ্ট—আহা কী কষ্ট !

অনুভব করিয়াছি নরনাথ-নিধনের শোক
দেখিতে হয়েছে মোরে কুমারের বিপদ-সম্পাত
আবার শুনিনু এই মৈথিলীর হরণ-বারতা।
গুণ নহে—মোর আয়ু দীর্ঘ হয়ে করে অপরাধ।

প্রতিহারিণী।— [ সুমন্ত্রের উদ্দেশে ]

আর্য এদিকে—এদিকে আসুন। এই প্রভু রয়েছেন। অগ্রসর হয়ে আসুন আপনি।

সুমন্ত্র।— [ অগ্রসর হয়ে এসে ]

কুমারের জয় হোক।

ভরত।—তাত দেখেছেন-কি আপনি তাঁকে—জগৎজনকে দেখিয়েছেন যিনি পিতৃস্নেহ কীরূপ? দেখেছেন-কি আপনি দ্বিতীয় অরুন্ধতী চারিত্র? নিষ্প্রয়োজনে যিনি বনবাস বরণ করেছেন—দেখেছেন-কি সেই মূর্ত সৌভ্রাত্রকে?

[ সুমন্ত্র চিন্তিত মনে দাঁড়িয়ে রইলেন ]

প্রতিহারিণী।—আর্য, আপনাকে-যে প্রশ্ন করছেন কুমার।

সুমন্ত্র।—মাননীয়ে, আমাকে নাকি?

ভরত।—[ মনে মনে ]

নিশ্চয় অতিশয় মনঃক্লেশ। সন্তাপে অবধানশূন্য হৃদয়।

[ প্রকাশ ক'রে ]

আপনি-কি অর্ধপথ হতে ফিরে এসেছেন তাত?

সুমন্ত্র।—কুমার, আপনার নিয়োগ অনুসারে রামকে দেখবার জন্য জনস্থানে গিয়েছিলেম। মধ্যপথ হতে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আসব কী প্রকারে?

ভরত।—তাঁরা কি ক্রুদ্ধ হয়ে অথবা লজ্জাবশতঃ আপনাকে দেখা দেন নি?

সুমন্ত্র।—কুমার—

বিনীত তাঁহারা—কোথা ক্রোধ তাঁহাদের?
সংযত-মানস তাঁরা—লজ্জা-বা কীসের?
আমি কিন্তু দেখিলাম সেই তপোবন
হইয়াছে পরিত্যক্ত—নাহি কোনো জন।

ভরত।—আচ্ছা, এ-কথা কি কিছু শুনলেন—কোন্ স্থানে গেছেন তাঁরা?

সুমন্ত্র।—বানরেরা একটা স্থানে বাস করে। লোকে তাকে কিষ্কিন্ধা বলে। শুনলেম তাঁরা সেই স্থানে গেছেন।

ভরত।—হায় হায়—বানরেরা-তো বিশিষ্ট পুরুষদের মর্যাদা দিতে জানে না। খুবই কষ্টে আছেন তাঁরা সেখানে।

সুমন্ত্র।—কুমার, তির্যকযোনিদেরও কৃতজ্ঞতা-বোধ আছে।

ভরত।—তাত সে কীরূপ?

সুমন্ত্র।—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি, কনিষ্ঠ সুগ্রীবের পত্নীকে অপহরণ ক'রে তাকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করে। পত্নীহারা ভ্রষ্টরাজ্য সুগ্রীব শৈলশিখরে বাস করছিল। ব্যথার ব্যথী হয়ে রাম উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন তার অপহৃত সমস্ত সম্পদ।

ভরত।—তাত, রাম ব্যথার ব্যথী হলেন কীরূপে?

সুমন্ত্র ।—[ মনে মনে ]
সর্বনাশ, আমার-যে সবই বলা হয়ে গেল !
[ প্রকাশ ক'রে ]
কুমার, ও কিছু নয় । আমার বলবার অভিপ্রায় এই-যে তিনি ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হয়ে তার সঙ্গে তুল্যতাপ্রাপ্ত হয়েছেন ।

ভরত ।—তাত, গোপন করছেন কী কারণে ? স্বর্গত মহারাজের চরণের শপথ লাগবে যদি আপনি সত্য না বলেন ।

সুমন্ত্র ।—আর অন্য গতি নাই । শুনুন তবে—

তাপসগণের করিবারে উপকার
হয়েছিল বৈরিতা তাঁহার, শক্তিমান
রাক্ষসের সহ । সেই হেতু দশানন
মায়া ধরি করিয়াছে সীতারে হরণ ।

ভরত ।—কী—হরণ করেছে !

[ মূর্ছিত হলেন ]

সুমন্ত্র ।—আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন কুমার ।

ভরত ।—[ পুনরায় আশ্বস্ত হয়ে ]
আহা কী কষ্ট—

বিযুক্ত বান্ধব সনে । পিতা স্বর্গগত ।
বনভূমে ক্লেশ আর্য সহিছেন কত ।

তদুপরি দুঃখ আরো – ভার্যা প্রিয়তমা
হয়েছেন অপহৃতা।  আকাশে চন্দ্রমা
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল প্রভা হতে তার—
প্রাবৃটের মেঘে দিল করি অন্ধকার।

আচ্ছা এখন তবে কী করব ?
হয়েছে—এই স্থির করলেম।
—আমাকে অনুসরণ করুন তাত।

সুমন্ত্র।—কুমারের যেরূপ আজ্ঞা।

[ উভয়ে পরিক্রমণ করতে লাগলেন ]

সুমন্ত্র।—কুমার আর যাবেন না—আর যাবেন না।—এটা-যে রাজ-মহিষীদের অন্তঃপুর-চতুঃশাল।

ভরত।—এই স্থানেই আমার কার্য।
—কে আছো এই দুয়ারে ?

প্রতিহারিণী।—[ প্রবেশ ক'রে ]
জয় হোক রাজকুমারের—আমি বিজয়া।

ভরত।—বিজয়া, নিবেদন করো ওঁকে—আমি এসেছি।

প্রতিহারিণী।—কা'কে ?—কোন ভট্টিনীকে নিবেদন করব ?

ভরত।—যিনি আমাকে রাজা করবার অভিলাষিনী—তাঁকে।

প্রতিহারিণী।—[ মনে মনে ]
ওমা—কী হবে জানি না!
[ প্রকাশ ক'রে ]
প্রভু তাই করছি।

[ নিষ্ক্রান্ত হলো ]

[ তারপর কৈকেয়ী প্রবেশ করলেন, সঙ্গে প্রতিহারিণী ]

কৈকেয়ী।—বিজয়া, ভরত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে না-কি?

প্রতিহারিণী।—হ্যাঁ ভট্টিনী। কুমার রামের নিকট হতে তাত সুমন্ত্র ফিরে এসেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কুমার ভরত ভট্টিনীর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা করেন—এই মনে হয়।

কৈকেয়ী।—[ আপনার মনে মনে ]
না-জানি আবার কী-একটা কথা তুলে আমাকে ভর্ৎসনা করবে ভরত!

প্রতিহারিণী।—ভট্টিনী, ভিতরে আসবেন-কি কুমার?

কৈকেয়ী।—হ্যাঁ—যাও তাকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারিণী।—আনছি ভট্টিনী।
[ পরিক্রমণ ক'রে নিকটে অগ্রসর হয়ে ]
কুমারের জয় হোক।—ভিতরে আসুন।

ভরত।—বিজয়া, নিবেদন করেছ- কি?

প্রতিহারিণী।—আজ্ঞা হ্যাঁ কুমার।

ভরত।—তা-হলে আসুন আমরা ভিতরে যাই।

[ উভয়ে প্রবেশ করলেন ]

কৈকেয়ী।—বৎস, বিজয়া বললে, রামের নিকট হতে সুমন্ত্র ফিরে এসেছেন।

ভরত।—এ-অপেক্ষা আরও একটি প্রিয় সংবাদ শোনাব তোমাকে।

কৈকেয়ী।—বৎস, তা-হলে কৌশল্যা আর সুমিত্রাকেও-কি ডেকে পাঠাতে হবে ?

ভরত।—না, এ-তাঁদের শ্রোতব্য নয়।

কৈকেয়ী।— [ আপনার মনে মনে ]

জানি না-মা কী হবে !

[ প্রকাশ্যে ]

বৎস, বলো তবে।

ভরত -

হ্যাঁ, শোনো—

মানিয়া তোমার আজ্ঞা
তেয়াগি আপন রাজ্য
গিয়াছেন বনে যেই রাম
তাঁর জায়া—সীতা দেবী
হয়েছেন অপহৃতা—
পরিপূর্ণ তব মনস্কাম !

কৈকেয়ী।— অ্যাঁ—সে-কী!

ইক্ষ্বাকুর বীর্যবান মহামান্য বংশে
হায় হায় এসেছিলে তুমি বধূ হয়ে—
তাই হলো প্রধর্ষিতা রাজকুলবধূ।

কৈকেয়ী।—[ আপনার মনে মনে ]

ঠিক হয়েছে—এই এখনই ব্যক্ত করবার উপযুক্ত সময়।
[ প্রকাশ ক'রে ]
বৎস, তুমি মহারাজের শাপের বৃত্তান্ত অবগত নও।

ভরত।—কী!—মহারাজ অভিশপ্ত হয়েছিলেন?

কৈকেয়ী।—সুমন্ত্র, সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

সুমন্ত্র।—যথা আজ্ঞা মাননীয়া।

কুমার শুনুন—
পূর্বে একসময়ে মহারাজ মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। কোনও একটি জলাশয়ে, কলসে জল পূরণের শব্দ উঠছিল—সে যেন বন্যগজের বৃংহিতধ্বনি; অন্ধ মহর্ষির চক্ষুস্বরূপ ঘটপূরণে-নিরত মুনিতনয়কে আরণ্যগজ-ভ্রমে মহারাজ শব্দভেদী বাণে নিহত করেছিলেন—

ভরত।—নিহত করেছিলেন!—সর্বনাশ!
পাপকথা শান্ত হোক—শান্ত হোক।
তারপর—তারপর—

সুমন্ত্র।—তারপর তাকে এইরূপে নিহত দেখে—

বাক্য যাঁর ব্যর্থ নহে, সেই মুনিবর
করুণ রোদন-অন্তে কহিলেন তাঁরে—
যেই মত হলো এই মরণ আমার
তব মৃত্যু সেইরূপ হবে পুত্রশোকে।

ভরত।—নাঃ, সত্যই এ কী কষ্ট!

কৈকেয়ী।—বৎস, এই নিমিত্তই নিজেকে অপরাধী করেও পুত্র রামকে বনবাসে পাঠিয়েছি—রাজ্যলোভে নয়। অপরিহরণীয় মহর্ষি-শাপ, পুত্রের প্রবাস ব্যতীত ফলপ্রসূ হতো না।

ভরত।—আচ্ছা, আমাকে পাঠালে-না কেন সেই অরণ্যবাসে? সেও-তো তুল্যরূপেই পুত্রের প্রবাস-ব্যবস্থা হতো?

কৈকেয়ী।—বৎস মাতুলগৃহে বসবাস করায় তোমার প্রবাস-যে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল।

ভরত।—বেশ, কী কারণে চতুর্দশ বৎসর পালন করতে হবে বলেছিলে?

কৈকেয়ী।—বৎস, চতুর্দশ দিবস- এই কথা বলবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু পর্যাকুলচিত্ত আমার মুখে চতুর্দশ বৎসর—এই কথা স্খলিত হয়ে গিয়েছিল।

ভরত।—সম্যক বিচার ক'রে বলার পাণ্ডিত্য রয়েছে দেখছি তোমার। বেশ, গুরুজন কেউ-কি এ-বিষয় অবগত আছেন?

সুমন্ত্র।—কুমার, বসিষ্ঠ আর বামদেব প্রভৃতি ব্যক্তিরা এ-বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন।—তাঁদের অনুমোদিতও বটে এ-সকল।

ভরত।—ওঃ এঁরা-তো ত্রিলোকের সাক্ষী। আমার পরম সৌভাগ্য-যে ইনি এ-বিষয়ে নির্দোষ। মা, ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল। আমি আপনাকে অপরাধভাগিনী ক'রে যে-ভৎর্সনা করেছিলেম সে-সকল ক্ষমা করুন। মা, প্রণাম করি আপনার চরণ-যুগলে।

কৈকেয়ী।—বৎস, কোন্ মাতা পুত্রের অপরাধ ক্ষমা না ক'রে থাকে? ওঠো ওঠো বৎস, এতে কোথায় তোমার দোষ?

ভরত।—অনুগৃহীত হলেম। বিদায় নিচ্ছি আমি আপনার নিকট। আজই আমি আর্য রামের সাহায্যের জন্য সমস্ত রাজমণ্ডলকে প্রোৎসাহিত করব।

এখন—

ওই বেলাভূমি সাগরের করি দিব অন্ধকার
শত শত মদমত্ত গজে। আমার সে-স্কন্ধাবার
ব্যাপ্ত করি দিবে সর্বস্থান। সৈন্যসহ হয়ে পার
জন্মাব সিন্ধুর ক্লান্তি আর সেই রাবণ রাজার।

কী যেন শব্দ শুনছি একটা! শীঘ্র জেনে এসো কীসের এই শব্দ।

প্রতিহারিণী।— [প্রবেশ ক'রে]

জয় হোক কুমার। এই বৃত্তান্ত শুনে জ্যেষ্ঠা ভট্টিনী মূর্ছিতা হয়েছেন।

কৈকেয়ী।—অ্যাঁ?

ভরত।—কী হয়েছে?—মা মূর্ছা গেছেন?

কৈকেয়ী।—এসো বৎস, আমরা আর্যাকে আশ্বস্তা করিগে।

ভরত।—যে-আজ্ঞা আপনার মা।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক ॥

## ॥ সপ্তম অঙ্ক ॥

[ তারপর একজন তাপস প্রবেশ করলেন ]

তাপস।—নন্দিলক—নন্দিলক।

নন্দিলক।— [ প্রবেশ ক'রে ]
আজ্ঞ, এই এইচি আমি।

তাপস।—নান্দলক, কুলপতি আজ্ঞা দিচ্ছেন—শরৎপ্রসন্ন আকাশের চন্দ্রমার মতো অভিরাম শ্রীরাম এই স্থানে আগমন করেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি দেব-দেবর্ষিগণ-সম্মানিত বিমলচরিত্র মাননীয়া সীতা দেবীকে। রাম, তাঁর পত্নী-অপহরণকারী ত্রিভুবন-সন্ত্রাস রাবণকে বিনাশ ক'রে অভিষিক্ত করেছেন রাজপদে রাক্ষসজন-বিরুদ্ধস্বভাব গুণরাজি বিভূষিত বিভীষণকে। এঁকে পরিবেষ্টিত ক'রে সঙ্গে রয়েছে—ঋক্ষ, রাক্ষস আর বানর সকলের শ্রেষ্ঠগণ। তাই আজ তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এই আশ্রমে আমাদের বিভব-সম্ভার হতে যাহা যাহা প্রস্তুত করা সম্ভব, সেই সকল দ্রব্য সজ্জিত ক'রে রাখা হয় যেন।

নন্দিলক।—আজ্ঞ, সবই সাজিয়ে রাখা অইচে। কিন্তু—

তাপস।—কী ?—কিন্তু কী ?

নন্দিলক।—এখেনে বিভীষণের সঙ্গে যে-সব রাক্কুসেরা এইচেন তানাদের ভোজুনের বেবুস্থাটা যা করবার হয় কুলপতিই যেন তা কোরে গ্যান।

তাপস।—কী কারণে?

নন্দিলক।—তানারা খায়-যে!

তাপস।—আরে না-না ভীত হ'বার কোনো কারণই নাই। রাক্ষসগণ-যে বিভীষণের সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তী।

নন্দিলক।—তা-হোলে সেই সাধু রাক্ষস মশায়কে আমার পেন্নাম গো।

[ নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ]

তাপস।— [ অবলোকন ক'রে ]

ঐ-যে মান্যবর রাঘব—

জয় জয় হে নরেন্দ্র, জয় হোক তব।
সারা এ-পৃথিবীখানি তব শৌর্যবলে
বশীভূতা হোক আসি একচ্ছত্র-তলে।
উঠে যদি আরবার
কোনো অরি আপনার
পায় যেন সেই জন যোগ্য পরাভব।

ঐ-যে উনি—

লভি এ স্তুতি-বাণী অর্ঘ্য-মালা খানি
হরষ-চিত যত মুনির কাছে

নামেন ভূমিতলে বিমান আসন ছাড়ি
ওই-যে শ্রেষ্ঠ যিনি মানব-মাঝে।

[ নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

॥ মিশ্র-বিষ্কম্ভক ॥

[ তারপর রাম প্রবেশ করলেন ]

রাম।—আঃ

উন্নত বলবীর্য রাবণে করিয়া বিনাশ
উদ্ধারি পবিত্রা সীতা—জগতের সর্বগুণাধার
পূর্ণ করি পিতৃ-আজ্ঞা—চতুর্দশবর্ষ বনবাস
মুনিদের তপোভূমে এই আমি আসিনু আবার।

তাপস-পত্নীদের প্রণাম করবার জন্য মৈথিলী আশ্রম-অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর-যে বড় বিলম্ব হচ্ছে।

[ অবলোকন ক'রে ]

ঐ-যে বৈদেহী আসছেন।

কেহ ডাকে সখী, কেহ সীতা, কেহ জানকী বলিয়া।
বধূ মোর, কহে কেহ স্নেহ ভরে আদর করিয়া।

মুনিপত্নীগণ পাশে    বয়সের অনুযায়ী
লভি সম্ভাষণ
জনক রাজার কন্যা    ধীরে ধীরে এই দিকে
আসেন এখন।

[ তারপর সীতা ও একজন তাপসী প্রবেশ করলেন ]

তাপসী।—ঐ-যে ভাই ঐ তোমার উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যাও ওঁর কাছে। তোমাকে একাকিনী দেখতে পারিনা-যে।

সীতা।—হ্যাঁ এই যাই। দেখো ভাই এখন মনে হয়-যে কোনো কিছুতেই আর বিশ্বাস করতে নেই।

[ অগ্রসর হয়ে ]

জয় হোক আর্যপুত্রের।

রাম।—মৈথিলী, মনে পড়ে কি তোমার—এই জনস্থানে পূর্বে আমাদের বাসস্থলী ছিল? এখানকার যে-সকল শিশুতরুদের তুমি পুত্রস্নেহে পালন করেছিলে—চিনতে পারছ তাদের?

সীতা।—হ্যাঁ পারছি—পারছি চিনতে তাদের। তখন যাদের কচি-কচি ছোটো পাতাগুলি দেখতে হলে মাথা নিচু করে চোখ নামিয়ে দেখতে হতো, এখন তাদের ঊর্ধ্বমুখে দেখতে হচ্ছে।

রাম।—হ্যাঁ এই রকমই হয়ে থাকে। কালে নিম্নভূমিও উচ্চতা প্রাপ্ত হয়—

মৈথিলী, স্মরণ হয় কি তোমার—এই সেই সপ্তপর্ণতরু, যার

ছায়াতলে শুভ্রবাস-পরিহিত ভরতকে দেখে মৃগযূথ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল ?

সীতা।—আর্যপুত্র, পড়ে বৈকি—বেশ মনে পড়ে আমার।

রাম।—সম্মুখে ঐ-যে আমাদের ব্রতচর্যার সাক্ষীস্বরূপ বহুদূরপ্রসারী মহান তটপ্রদেশ। ঐ-স্থানে আমরা উপবেশন ক'রে পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেম এমন সময়ে সেই কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগটাকে দেখা গিয়েছিল।

সীতা।—ওমা—না-না, আর্যপুত্র ওর কথা বলবেন-না—বলবেন-না।

[ ভয়ে কম্পমানা হলেন ]

রাম।—না-না, ভয় কী ?—ভয় নেই। সে সময়টা-যে বহুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

[ দূরে অবলোকন ক'রে ]

একি ?—এ-আবার কোথা হ'তে—

লোধ্ররেণু সম গৌর ধূলি ওড়ে কত।
ঢেকে দিল সর্ব দিক ছড়ায়ে পবনে
শংখ-রব, পটহের গুরুধ্বনি সনে
বেড়ে উঠে করে বন নগরের মত।

লক্ষ্মণ।—[ প্রবেশ ক'রে ]

জয়তু আর্য। আর্য, বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাতাদের সহিত আপনার দর্শনোৎসুক ভ্রাতৃবৎসল ভরত উপস্থিত হয়েছে।

রাম।—বৎস লক্ষ্মণ, তাই নাকি—ভরত এসেছে ?

লক্ষ্মণ।—আর্য, তাই—ভরত এসেছে।

রাম।—মৈথিলী, তোমার শ্বশ্রূদের সঙ্গে নিয়ে ভরত এসেছে। তাকে দেখবার জন্য তোমার নয়ন দুটিকে বিশাল ক'রে খোলো।

সীতা।—আর্যপুত্র, এই সময়েই-যে তার আগমন আকাঙ্ক্ষা করেছিলেম আমি।

[ তারপর মাতৃগণের সঙ্গে ভরত প্রবেশ করলেন ]

ভরত।—

মেঘমুক্ত শরতের সুবিমল শশাঙ্কের সম
পার হয়ে সেই সব বেড়েওঠা-বিপদ হইতে
আর্যারে লইয়া ওই এসেছেন পূজ্যভ্রাতা মম—
সবান্ধবে এনু আমি হৃষ্ট মনে তাঁহারে দেখিতে।

রাম।—মাতৃগণ, প্রণাম করছি আপনাদের।

সকলে।—বৎস, চিরজীবী হও। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে মহারাজের প্রতিজ্ঞা তুমি পূর্ণ করেছ—আরও এই বধূমাতার সঙ্গে তোমাকে কুশলে দেখছি।

রাম।—অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্মণ।—মাতৃগণ, আপনাদের অভিবাদন করছি আমি।

সকলে ।—বৎস, চিরজীবী হও তুমি ।

লক্ষ্মণ ।—অনুগৃহীত হলেম ।

সীতা ।—আর্যাগণ বন্দনা করছি ।

সকলে ।—বৎসে, চিরমঙ্গলময়ী হও ।

সীতা ।—অনুগৃহীত হলেম আমি ।

ভরত ।—আর্য, আমি ভরত—অভিবাদন করছি ।

রাম ।—এসো-এসো বৎস, ইক্ষ্বাকু-কুমার । মঙ্গল হোক । আয়ুষ্মান হও তুমি ।

বক্ষ কর প্রসারিত যুগল কপাট মত
বিপুল দুবাহু দিয়া কর আলিঙ্গন ।
শরতের ইন্দুনিভ ওই মুখখানি তব
ফিরাও আমার পানে করি উন্নমন ।
ব্যসন-সন্তপ্ত দেহ মোর
ক'রে দাও আনন্দ-বিভোর ।

ভরত ।—অনুগৃহীত হলেম । আর্যে অভিবাদন করছি—আমি ভরত ।

সীতা ।—আর্যপুত্রের চির-সহচর হও ।

ভরত ।—অনুগৃহীত হলেম । আর্য অভিবাদন করছি আপনাকে ।

লক্ষ্মণ ।—এসো-এসো বৎস—দীর্ঘায়ু হও ।
গাঢ় আলিঙ্গন কর আমাকে । [ আলিঙ্গন করলেন ]

ভরত।—অনুগৃহীত হলেম।

আর্য, রাজ্যভার প্রতিগ্রহণ করুন।

রাম।—বৎস, সে কীরূপে সম্ভব ?

কৈকেয়ী।—বৎস, ইহাই-তো আমার চির-অভিলষিত মনোরথ।

[ তারপর শত্রুঘ্ন প্রবেশ করলেন ]

শত্রুঘ্ন।—

বহু দুঃখ-পীড়নেও অম্লান যাঁহার তেজ,
দীপ্যমান সর্বগুণ যাঁর।
রাবণ-অন্তক যিনি সেই পূজ্যে দেখিবারে
ত্বরা করে মন-যে আমার।

[ নিকটে অগ্রসর হয়ে ]

আর্য, আমি শত্রুঘ্ন—আপনাকে অভিবাদন করছি।

রাম।—এসো বৎস—এসো এসো। মঙ্গল হোক—আয়ুষ্মান হও তুমি।

শত্রুঘ্ন।—অনুগৃহীত হলেম। আর্যে, প্রণাম করছি।

সীতা।—বৎস, চিরজীবি হও।

শত্রুঘ্ন।—অনুগৃহীত হলেম। আর্য অভিবাদন করছি।

লক্ষ্মণ।—মঙ্গল হোক। আয়ুষ্মান হও।

শত্রুঘ্ন।—অনুগৃহীত হলেম।

আর্য, প্রজাগণের সহিত বসিষ্ঠ আর বামদেব অভিষেক-দ্রব্যসম্ভার নিয়ে আপনার দর্শনাভিলাষী হয়েছেন।

নানা নদ-নদী হতে তুলি নিজ হাতে
আনিয়াছে তীর্থবারি কত মুনিগণ।
তোমার প্রসাদ-আশে—সিঞ্চিয়া মাথাতে
ওই মুখখানি তব দেখিবারে মন—
প্রথম প্রভাতে যেন সরোবর মাঝে
প্রস্ফুটিত হয়ে সিক্ত অরবিন্দ রাজে।

কৈকেয়ী।—যাও বৎস, অভিষেক গ্রহণ কর।

রাম।—যথা আজ্ঞা মাতঃ।

[ নিষ্ক্রান্ত হলেন ]

[ নেপথ্যে ]

জয় হোক আপনার। জয় হোক প্রভু। মহারাজের জয় হোক। জয় হোক দেব। সৌম্যদর্শনের জয় হোক। আর্যের জয় হোক। রাবণান্তকের জয় হোক।

কৈকেয়ী।—এই—এইযে সব পুরোহিতগণ আর কাঞ্চুকীয়গণ আমার পুত্রের বিজয়-বার্তা ঘোষণা করছে—আশীর্বাদ করছে।

সুমিত্রা।—প্রজাগণ পরিচারকগণ সজ্জন সকল আমার পুত্রের বিজয়-বর্ধন ঘোষণা করছে।

[ নেপথ্যে ]

ওগো, ওগো, জনস্থানবাসী তপস্বিগণ আপনারা সকলে শুনুন, শুনুন—

রিপু হতে জনমিয়া যে-বিপদ রাশি
অতুল প্রভাবে ছিল হয়ে পুঞ্জীভূত
শৌর্যরশ্মি দিয়া তায় পূর্ণভাবে নাশি—
সূর্য তমোনাশে যথা—হন জয়যুত।
উদ্ধার করিয়া সীতা সুকল্যাণময়ী,
অভিরাম রাম হন পৃথিবীর জয়ী।

কৈকেয়ী।—ঐ-ঐ আমার পুত্রের বিজয়-বার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হচ্ছে

[ তারপর কৃতাভিষেক রাম সপরিবারে প্রবেশ করলেন ]

রাম।—[ আকাশে অবলোকন ক'রে ]

হে তাত—
স্বর্গেও লভহ তুষ্টি। দৈন্য যাক সরে।
যে-কর্মের অভিলাষ ছিল তব মনে
মোর প্রতি—তাহা এই। অভিষেক মোরে
সংস্কারে পূত করি দিয়াছে এ-ক্ষণে
রাজ্যভার। রাজা আমি। করি অঙ্গীকার
প্রজাগণে ধর্মপথে রক্ষা করিবার।

ভরত।—

নরপতি আখ্যা লভি রাজছত্র ধরি শিরে
মুকুটে উজ্জ্বল মৌলি অভিষিক্ত তীর্থ-নীরে।
সর্বলোক বন্দ্যমান—নরনারী করে নতি
হৃদয়-আনন্দ যেন নব শশী—তারাপতি—
কী ললিত রাজশোভা ধরেছেন আর্য মোর
দেখে দেখে বার-বার হৃদয় না হয় ভোর।

শত্রুঘ্ন।—

যে-কলঙ্ক লেপা ছিল কুলেতে আমার,
আর্যের এ-অভিষেকে হলো অপনীত।
জগৎ প্রকাশে যথা—ঘুচে অন্ধকার,
সোমদেব গগনেতে হইলে উদিত।

রাম।—বৎস লক্ষ্মণ, আজ আমি স্বীকৃত-রাজ্যভার নরপতি।

লক্ষ্মণ।—অভ্যুদয় হোক আপনার সৌভাগ্যের।

কাঞ্চুকীয়।—[ প্রবেশ ক'রে ]

জয়তু মহারাজ। মাননীয় বিভীষণ নিবেদন করছেন, আর আপনার আশ্রয়-প্রাপ্ত সুগ্রীব নীল মৈন্দ জাম্বুবান হনুমান প্রমুখ অনুচরবৃন্দও নিবেদন জানাচ্ছেন-যে আপনার সৌভাগ্য যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রাম।—আপনি তাঁহাদের গিয়া বলুন—আমার এই অভ্যুদয় তাঁহাদেরই সহায়তার প্রসাদে।

কাঞ্চুকীয়।—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

কৈকেয়ী।—আজ আমি সত্যই ধন্যা। এখন এই মঙ্গল-উৎসব অযোধ্যা পুরীর ভিতর দেখবার অভিলাষী আমি।

রাম।—দেখবেন মা আপনি—দেখবেন।

[ অবলোকন ক'রে ]

এ কী!—সূর্যের ন্যায় প্রভায় বনস্থলী উদ্ভাসিত হয়ে উঠল-যে।

[ অল্প ভাবনা ক'রে ]

হ্যাঁ বুঝেছি, রাবণের পুষ্পক বিমান আকাশে আবির্ভূত হয়েছে।
সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল-যে স্মরণ মাত্রেই এসে উপস্থিত হবে।
তা-হলে এতে আরোহণ করুন আপনারা সকলে।

[ সকলে আরোহণ করলেন ]

রাম।—

আত্মীয় বান্ধব লয়ে
অযোধ্যা পুরীর মাঝে
আজই আমি করিব গমন।

লক্ষ্মণ।—

পুরবাসী আজিকেই
দেখিবে উদয় হলো
তারা সনে রোহিণী-রঞ্জন।

[ ভরত বাক্য ]

রামের মিলন যথা সীতার সহিত
বন্ধু-বান্ধবেরও সব হলো সমাগম—
সেইরূপ লক্ষ্মী সনে হইয়া মিলিত
রাজা আমাদের পৃথ্বী করুন শাসন।

॥ ইতি সপ্তম অঙ্ক ॥

॥ প্রতিমা-নাটক সমাপ্ত ॥

॥ শুভমস্তু ॥

# পরিশিষ্ট

'এ'-কারের উচ্চারণ দুরকম। বিশুদ্ধ বা দীর্ঘ আর বিকৃত বা হ্রস্ব। বিকৃত উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে সাধারণত, য্যা, য়্যা, এ্যা অথবা অ্যা-র ব্যবহার হয়। এর কোনটাই সন্তোষজনক নয়। ঐ উচ্চারণের নূতন একটা বর্ণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।—এই বইয়ে শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনে যুক্ত 'এ'-কারকে বন্ধনীর মধ্যের হরফের মতো অক্ষর দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি [ ে ]। 'যেন' আর 'যে' এ-দুটি শব্দের ছাপা দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। অযুক্ত 'এ'-র দুরকম উচ্চারণ ছাপায় বোঝানো সম্ভব হয়নি। 'হ্যাঁ'-কেও রাখতে হয়েছে।